রাঁচি, রবিবার
19:10:2025
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>016>>01 Kartik 1432 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০১৬ >> << ০১লা, কার্ত্তিক ১৪৩২>>

অভিনন্দন

কালী পুজা ও দীপাবলী উপলক্ষে পাঠক, পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভেচ্ছুদের অভিনন্দন।

সম্পাদক

ছুটির খবর

কালী পুজা ও দীপাবলীর জন্য ১৯অক্টোবর–২১ অক্টোবর আমাদের অফিস বন্ধ থাকবে। অতএব ২০অক্টোবর – ২২ অক্টোবর কোনো প্রকাশনা হবে না। ২৩ তারিখে পুনরায় আপনারা আপনাদের প্রিয় খবর আপনাদের হাতে পাবেন।

সম্পাদক

বাজার দর

SENSEX : 83952.19 +484.53
NIFTY : 25709.85 +124.55

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ 28.00 °c | সর্বনিম্ন 18.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .19 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .47 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 1,18,970 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 1,13,300 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 1,67,000 টাকা./কিলো

নেতানিয়াহু ও গ্যালান্টের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আপিল খারিজ করে দিল আইসিসি

হেগ ঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং সাবেক সামরিক বিষয়কমন্ত্রী ইয়োভে গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে গাজায় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য তাদের দায়ী করেছে।

শুক্রবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আইসিসি বলেছে যে গাজা গণহত্যার জন্য নেতানিয়াহু এবং গ্যালান্টের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ইসরায়েলের অনুরোধ 'আপিলযোগ্য বিষয় নয়'।

গত বছরের নভেম্বরে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণকারী একটি রায়ে আইসিসি যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেয়েছে যে নেতানিয়াহু এবং গ্যালান্ট গাজায় পদ্ধতিগত যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ফৌজদারি দায়বদ্ধ। নেতানিয়াহু এই রায়কে ইহুদি–বিরোধী সিদ্ধান্ত বলে নিন্দা করেছেন।

ইসরায়েল মে মাসে আদালতকে মামলায় আইসিসির এখতিয়ার আছে কিনা তা নিয়ে একটি পৃথক চ্যালেঞ্জের জন্য পরোয়ানা খারিজ করার জন্য অনুরোধ করেছে। আদালত ১৬ জুলাই সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে এখতিয়ারের বিষয়টি বিচারাধীন থাকাকালীন পরোয়ানা বাতিল করার কোনো আইনি ভিত্তি নেই।

এক সপ্তাহ পরে ইসরায়েল জুলাইয়ের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি চেয়েছিল কিন্তু আইসিসির বিচারকরা ১৩ পৃষ্ঠার রায়ে আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে ঘোষণা করেছে যে চেম্বার অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

আদালত গাজা গণহত্যা মামলায় ইসরায়েলি শাসক গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে চলেছে। নভেম্বরে যখন প্রথম গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল, তখন আদালত একই সাথে তার এখতিয়ারের ওপর ইসরায়েলি আপত্তি খারিজ করে দিয়েছিল।

তবে, এপ্রিল মাসে, আইসিসির আপিল চেম্বার রায় দেয় যে প্রাক–বিচার চেম্বার ইসরায়েলের চ্যালেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করে ভুল করেছে এবং আরও বিস্তারিত পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছে। এখতিয়ারের বিষয়ে চূড়ান্ত রায় এখনও জারি করা হয়নি।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ২০ হাজার শিশুসহ প্রায় ৬৮,০০০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৭০ হাজারের বেশি আহত হয়েছে। ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস এবং ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির পরেও ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও মৃতদেহ উদ্ধারের সাথে সাথে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজ বা চাপা পড়াদের সংখ্যা গণনা করা হলে মৃতের প্রকৃত সংখ্যা এক লাখের বেশি পৌঁছাতে পারে।

ঘোষণা ► নিরাপত্তা পরিষদ নিজে থেকে প্রস্তাবের মেয়াদ বাড়ানো বা পুরোনো নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি

জাতিসংঘের ২২৩১ নম্বর প্রস্তাবের মেয়াদ শেষ, নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান ইরানের

তেহরান ঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ নম্বর প্রস্তাবের মেয়াদ শেষ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৫ সালের ২০ জুলাই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইরানের শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যে ২২৩১ নম্বর প্রস্তাবটি পাস করেছিল, সেটির মেয়াদ ছিল ১০ বছর। এই মেয়াদ ২০২৫ সালের ১৮ অক্টোবর শেষ হবে। এর ফলে প্রস্তাবটির সব শর্ত ও সীমাবদ্ধতা, বিশেষ করে ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রমের ওপর থাকা নিয়ন্ত্রণ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ইরানের পারমাণবিক ইস্যুটি এতদিন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্যসূচিতে 'অস্ত্র বিস্তার রোধ' শিরোনাম হিসেবে ছিল, কিন্তু এখন সেটি ওই তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।

বিবৃতিতে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছে। এই তিন দেশ পরমাণু চুক্তি (জেসিপিওএ) লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে পুরোনো নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনর্বহালের চেষ্টা করছে বলে ইরান অভিযোগ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সচিবালয় এসব বেআইনি পদক্ষেপকে স্বীকৃতি দিতে পারে না।

ইরান বলেছে, নিরাপত্তা পরিষদের পুরোনো নিষেধাজ্ঞা কমিটি ও বিশেষজ্ঞ দল পুনর্গঠনের যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তা আইনবহির্ভূত। জাতিসংঘের ওয়েবসাইট থেকেও এসব দাবির উল্লেখ দ্রুত মুছে ফেলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়, তারা যেন ইউরোপের তিন দেশের এই বেআইনি পদক্ষেপের কোনো গুরুত্ব না দেয়। কারণ, নিরাপত্তা পরিষদ নিজে থেকে প্রস্তাবের মেয়াদ বাড়ানো বা পুরোনো নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাই এখন ২২৩১ নম্বর প্রস্তাবকে শেষ বলে গণ্য করা উচিত এবং পুরোনো প্রস্তাবগুলো (১৬৯৬, ১৭৩৭, ১৭৪৭, ১৮০৩, ১৮৩৫, ১৯২৯) পুনরায় চালু করার দাবিকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

১২১ দেশের সমর্থন

ইরানের এই ঘোষণা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সমর্থন পেয়েছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ১২১টিরও বেশি সদস্য দেশ জোর দিয়ে বলেছে, ২২৩১ নম্বর প্রস্তাব ২০২৫ সালের ১৮ অক্টোবর শেষ হয়ে যাবে। ইরানের পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী (আইনি ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক) কাজেম গারিবাবাদি বলেন, মূল বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো তথাকথিত 'স্ন্যাপব্যাক' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনর্বহালের দাবি করছে, সেগুলোর কোনো আইনি ভিত্তি নেই। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো এসব নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে বাধ্য নয়।

তিনি আরও জানান, রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছে এবং ১৮ অক্টোবর ইরান, রাশিয়া ও চীন একত্রে জাতিসংঘ মহাসচিব ও নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে একটি যৌথ চিঠি দেবে, যেখানে তারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবে যে, ২২৩১ নম্বর প্রস্তাবের মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং কোনো দেশই পুরোনো নিষেধাজ্ঞাগুলো বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতায় নেই।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া

অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য ও গোপন সমর্থনে 'স্ন্যাপব্যাক' প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তারা সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে কয়েকটি দেশও ইরানের বিরুদ্ধে পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্তে যোগ দিয়েছে।

১৭ অক্টোবর প্রকাশিত সেই বিবৃতিতে বলা হয়, ২০২৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সংক্রান্ত সকল নিষেধাজ্ঞা পুনরায় চালুর পর, ইউরোপীয় কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পরমাণু চুক্তির অধীনে স্থগিত বা বাতিল করা ইইউ'র নিজস্ব নিষেধাজ্ঞাগুলো আবার কার্যকর করা হবে।

নতুন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবেইরানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোকেমিক্যাল ও পরিশোধিত পণ্যের আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা ইরানের জ্বালানি খাতের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সোনা, কিছু ধাতু, হীরা, নির্দিষ্ট সামুদ্রিক যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার বিক্রি ও সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা।

পশ্চিমা দেশগুলোর এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হলো– ইরানের ওপর নজিরবিহীন চাপ প্রয়োগ করাযাতে তেহরান যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অবৈধ দাবিগুলো (পরমাণু, ক্ষেপণাস্ত্র ও আঞ্চলিক নীতি সংক্রান্ত) মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ত্রয়ী ইউরোপীয় দেশ (জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন) এখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা অভিযানে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছে। একইসঙ্গে, রাশিয়ার সঙ্গে ইরানের সামরিক সহযোগিতার কারণে তেহরানকে 'শাস্তি' দেওয়ার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেও এই উদ্যোগকে দেখা হচ্ছে। কিন্তু ইরান ও তার মিত্র দেশগুলো স্পষ্ট করেছে যে এই তথাকথিত 'স্ন্যাপব্যাক' প্রক্রিয়া পুরোপুরি 'অবৈধ', কারণ এই দেশগুলো নিজেরাই জেসিপিওএ (পরমাণু চুক্তি) লঙ্ঘন করেছে এবং চুক্তির আওতায় থাকা কোনো আইনি কাঠামো ব্যবহারের অধিকার তাদের আর নেই।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আফগানিস্তান-পাকিস্তান উত্তেজনা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি ঃ আরাকচি

কাবুল ঃ আফগানিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে আরাকচি আফগানিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে আরাকচি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি সতর্ক করে বলেছেন যে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনা কেবল মানুষের প্রাণহানিই ঘটাবে না বরং সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকেও সংকটাপন্ন করবে। শনিবার আফগানিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে আরাকচি দুই প্রতিবেশী মুসলিম দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। টেলিফোনালাপে সংযম, শত্রুতা অবিলম্বে বন্ধ এবং সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্যের সমাধানের প্রযোজেনীয়তার উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, দুই মুসলিম দেশের মধ্যে অব্যাহত উত্তেজনা কেবল মানুষের প্রাণহানিই ঘটাবে না বরং সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকেও বিপন্ন করে তুলবে। এসময় কাবুল ও ইসলামাবাদের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে এবং গঠনমূলক সংলাপ সহজতর করতে ইরানের প্রস্তুতি পুনর্ব্যক্ত করেন আরাকচি। ৪৮ ঘন্টার যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর তিন দিন পর দুই দেশের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর এই মন্তব্য করা হয়েছে। এই যুদ্ধবিরতিতে দুই পক্ষের কয়েক ডজন সৈন্য এবং বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। মুত্তাকি তার পক্ষ থেকে সর্বশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রদান করে বলেন যে, ইসলামিক আমিরাত অফ আফগানিস্তান সামরিক সংঘাতের চেয়ে সংলাপ এবং শান্তির পথ পছন্দ করে। উভয় পক্ষ হেলমান্দ নদীর জল অধিকারের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেছে এবং বিদ্যমান চুক্তিগুলোকে সম্মান করার এবং জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অপচয় রোধে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে।

কালীপূজার সাথে অনেক লোক উৎসব হয়ে থাকে

যিনি কালের সাথে রমন করেন তিনিই কালী

কালী আদি শক্তি মা দুর্গার এক উগ্র রূপ

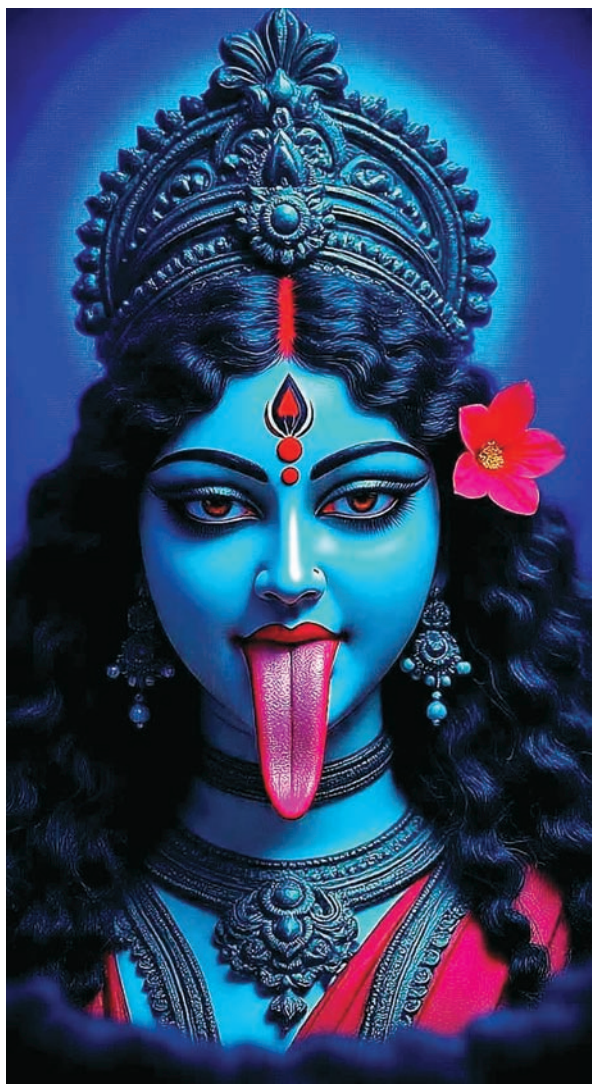

পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ দুর্গা পূজা থেকে দেবী পক্ষ শুরু হয়।দুর্গার পর লক্ষী,মা মনসা,কালী তারপর জগদ্ধাত্রী।মা কালী আদি শক্তি মা দুর্গার একটি উগ্র রূপ।মা এক রূপ অনেক।বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন সময়ে মা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন।মা কালীর পূজা কার্তিক অমাবস্যা তে করা হয়ে থাকে।মায়ের যত রূপ আছে তার মধ্যে কালী রূপ হলো সবথেকে উগ্র ও ভয়ঙ্কর।মা মহিষাসুরের সেনাপতি রক্তবীজ কে বধ করার জন্য এই উগ্র কালী মূর্তি ধারণ করেছিলেন,অসুরের রক্তপান করেছিলেন ও মুন্ডমালা গলায় করেছিলেন।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলতেন,,যিনি মহাকালের সাথে রমন করেন তিনিই কালী।ধর্ম,অর্থ,কাম ও মোক্ষদায়ীনি বলে তাঁর চার হাত।দূর থেকে দেখি বলে তিনি কালো।কাছে গিয়ে দেখো কোনো রঙ নেই যেমন সমুদ্র দূর থেকে নীল দেখায়,কাছে গিয়ে দেখো কোনো রঙ নেই।ডাকার মতো ডাক দেখি মন কেমন শ্যামা থাকতে পারে।কালী পূজা অমাবশ্যা তিথিতে মধ্য রাত্রিতে হয়ে থাকে।এই কালী পূজা আগে বাঙালি সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো কিন্তু আজকাল প্রায় অনেকেই বিভিন্ন সমাজের লোক কালী পূজা করে থাকেন।অমাবস্যার সন্ধ্যা বেলায় আলোর উৎসব দেওয়ালি বা দীপাবলি উৎসব হয়।ঘরে দীপ জ্বালানো হয় ও বাজি ফুটানো হয়।কথিত আছে ভগবান রাম এই দেয়ালীর দিনে সীতা মাকে উদ্ধার করে চৌদ্দ বছর কাটিয়ে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন।সেই খুশিতে আলোর উৎসব দেয়ালি মানানো হয়ে ছিলো।হিন্দু সমাজের কিছু লোক কালী পূজার রাত্রে লক্ষী,অলক্ষী ও গনেশের পুজো ও করে থাকে।আমাদের ঝাড়খণ্ডে বাঁদনা পরব খুবই প্রচলিত।অমাবস্যা রাত্রে মাদল বাজিয়ে বাঁদনা গীত গেয়ে ভগবতী অর্থাৎ গো মাতাদের জাগরন করা হয়।তারপরের দিন গো মাতাদের পুজো করা হয়,ভালো মন্দ খায়ানো হয়,ভালো করে সাজানো হয়।সন্ধ্যায় আবার বিশেষ করে গোপ সমাজের লোক গিরি গোবর্ধনের পুজো করে থাকেন।এই দিনে ইন্দ্রের সাথে গোপদের যুদ্ধ হয়ে ছিলো।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে তার নিচে গোপদের ও গাভিদের ইন্দ্রের জল ঝড়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।তারপরের দিন ভাই ফোটা বা যম দ্বিতীয়া উৎসব পালন করা হয়।বোন, ভাই কে ফোটা দেয় ও যমের কাছে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে।বাঙালি সমাজে ভাই ফোটার প্রচলন খুব বেশী।আদিবাসী সমাজে এই দিনে গরু খুঁটিয়া উৎসব পালন করে।একটি খুঁটিতে গরু কে বেঁধে মাদল বাজিয়ে তাকে নাচানো হয়,একেই গরু খুঁটিয়া বলে।এই ভাবে এই কালীপূজা উপলক্ষে অনেক লোক উৎসব পালন করা হয় বিভিন্ন সমাজের লোক বিভিন্ন ভাবে এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে।কিন্তু বর্তমান আধুনিক ও মোবাইল যুগের প্রতাপে এই লোক সংস্কৃতি গুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে যা গভীর চিন্তার বিষয়।তাই সবাই নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি,পরম্পরা,উৎসব ও ধর্ম কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন কারণ এতেই আমাদের পরিচিতি ও গর্ব লুকিয়ে আছে।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে টোকিওর ওপর মার্কিন চাপ

টোকিও ঃ মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি বলেছেন যে তিনি জাপান সরকারকে রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানি বন্ধ করতে বলেছেন।
বুধবার ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বার্ষিক বৈঠক এবং গ্রুপ অফ ৭ এবং গ্রুপ অফ ২০ এর আর্থিক নেতাদের বৈঠকের ফাঁকে জাপানের অর্থমন্ত্রী কাটসুনোবু কাতোর সাথে বৈঠকের পর মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসান্ত বলেছেন যে বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলো এবং জাপানের রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানি বন্ধ করার মার্কিন প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পার্সটুডে অনুসারে, জাপানের অর্থমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেছেন যে জি৭ দেশগুলোর সাথে সমন্বয়ের নীতির ভিত্তিতে টোকিও ইউক্রেনে শান্তি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। তবে, জাপান রাশিয়ার সাখালিন অপরিশোধিত তেল কেনা চালিয়ে যাবে, যা জাপানের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশের গ্যাস আমদানির প্রায় ৯ শতাংশ। এটি লক্ষণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করার জন্য ভারতকেও চাপ দিয়েছে।
জাপান দূরপাল্লার সাবমেরিন এবং জাহাজ-বিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনে বিনিয়োগ করছে
সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদার করার জন্য জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গত সপ্তাহে মিতসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজের সাথে দূরপাল্লার সাবমেরিন এবং জাহাজ-বিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনের জন্য দুটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দুটি চুক্তির মোট মূল্য প্রায় ১৮৩ মিলিয়ন ডলার।
জাপান গাজায় ইহুদিবাদী বন্দীদের মুক্তি এবং যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়েছে
জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইওয়ায়া তাকেশি মঙ্গলবার বলেছেন যে টোকিও ইহুদিবাদী বন্দীদের মুক্তি, যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন এবং গাজায় মানবিক সহায়তা পুনরায় শুরু করার আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জড়িত দেশগুলোর অক্লান্ত কূটনৈতিক

প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেছেন। টোকিও গাজার মানবিক পরিস্থিতি, পুনর্গঠন এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।
জাপানে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা
জাপানে বিদেশী পিতামাতার জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা ২০২৪ সালে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে যা দ্রুত জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের প্রতিফলন যা অভিবাসনকে দেশের রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ঠেলে দিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, জাপানের বাইরের দম্পতিদের ঘরে ২০,০০০-এরও বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, যা মোট জন্মের ৩ শতাংশেরও বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জাপানি বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা তীব্রভাবে হ্রাস পাওয়ার সাথে এর তীব্র বৈপরীত্য রয়েছে। জাপান বিশ্বের দ্রুততম বয়স্ক দেশগুলোর মধ্যে একটি এবং তাদের জনসংখ্যা, যা বর্তমানে প্রায় ১২৫ মিলিয়ন, বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় স্তরে জন্মহার বাড়াতে লড়াই করছে।

জাতিসংঘ-নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ায় ইরানের পরমাণু ইস্যু বিতর্ক-মুক্ত ঃ তেহরান

তেহরান ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তার পারমাণু বিষয়ক ইস্যু ও এজেন্ডা বন্ধের ঘোষণা দিয়ে বলেছে, ২২৩১ নম্বর প্রস্তাবের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে, তাদের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচিকে এখন অন্য যেকোনো পরমাণু অস্ত্র-মুক্ত রাষ্ট্রের পরমাণু কর্মসূচির মতোই বিবেচনা করতে হবে।
জাতিসংঘের ২২৩১ নম্বর প্রস্তাবের কার্যকারিতার দশ বছরের মেয়াদ আজ ১৮ অক্টোবর শেষ হয়ে যাওয়ায় ইরানের ওপর আবারও জাতিসংঘের বাতিল-হয়ে-যাওয়া নিষেধাজ্ঞাগুলো ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ইউরোপীয় ত্রয়ী তথা ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানির প্রচেষ্টার কোনো আইনি ভিত্তি নেই ও সেগুলো বাতিল প্রচেস্টা বলে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচি ঘোষণা করেছেন।
তিনি আজ জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ভি.এ নেবানজিয়ার কাছে লেখা এক চিঠিতে এটা উল্লেখ করেছেন যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ নম্বর প্রস্তাব তার নিজস্ব শর্ত বা ধারাগুলোর আলোকে এখন সন্দেহাতীতভাবে মেয়াদ-উত্তীর্ণ এবং রহিত বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরকচির বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করে বলেছে, জাতিসংঘের ওই প্রস্তাবটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন থেকে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (গণ্ডগ্ধ) আওতায় কেবল নিজ অধিকার ও ওই চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে চলবে এবং এসবের বাইরে কোনও অতিরিক্ত সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে না।
এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদের এজেন্ডায় ইরানের পারমাণবিক ইস্যু জিইয়ে রাখার লক্ষ্য বা যুক্তিটি ছিল - এর কর্মসূচির শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি যাচাই করে দেখা, আর এই লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (IAEA) কোনও প্রতিবেদনেই ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রমকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে বা সামরিক লক্ষ্যের দিকে এগুচ্ছে বলে কোনও ইঙ্গিত দেয়া হয়নি, তবুও সংস্থাটি মাঝেমধ্যে প্রমাণহীন কোনো সন্দেহ বা দ্বিধার কথা তুলে ধরলেও তা মার্কিন সরকার ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের তীব্র রাজনৈতিক চাপের মুখেই তুলে ধরেছে।
বিবৃতিতে ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি তথা জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অফ অ্যাকশন (JCPOA) ভেঙে যাওয়ার দায় পুরোপুরি পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর বর্তায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ওই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায় এবং ইউরোপীয় ত্রয়ীর (যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি) তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। আর পশ্চিমাদের এইসব হঠকারিতার নিন্দা জানিয়ে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এইসব পদক্ষেপ ও তৎপরতা ছিল বহুপাক্ষিক কূটনীতির ওপর একটি বড় আঘাত।
এ ছাড়াও ইরান জেসিপিওএ-এর স্ন্যাপব্যাক প্রক্রিয়া তথা নিষেধাজ্ঞাগুলো আবারও সক্রিয় করা সংক্রান্ত ইউরোপীয় ত্রয়ী কর্তৃক নেয়া পদক্ষেপগুলোর তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে যে তারা নিজস্ব বাধ্যবাধকতা বা নিজ নিজ দায়িত্বগুলো পালনে ব্যর্থ হওয়ার পর ও সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার কারণে এই প্রক্রিয়া চালু করার সমস্ত আইনি এবং নৈতিক অধিকার হারিয়েছে।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে মেয়াদোত্তীর্ণ নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের তথ্যকে অপতথ্য বা ভুল-তথ্য প্রচার হিসেবে উল্লেখ করে এইসব তথ্যকে অবিলম্বে সংশোধন করার আহ্বান জানিয়েছে। এটি কাউন্সিলের নিষেধাজ্ঞা কমিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠার যেকোনো প্রচেষ্টাকে অবৈধ বলে বর্ণনা করেছে এবং সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত প্রস্তাবগুলো পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দাবি প্রত্যাখ্যান করারও আহ্বান জানিয়েছে।
ইরানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই বিবৃতিতে গত জুন মাসে কোনো উস্কানি ছাড়াই ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধেরও তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। ইসরায়েলি ওই আগ্রাসনে শিশুসহ এক হাজার জনেরও বেশি ইরানি নাগরিকের প্রাণহানি ঘটে এবং ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে এই আগ্রাসনকে কূটনীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান JCPOA-এর বিরোধ-কাঠামোর বিষয়ে ইউরোপীয় অপব্যবহারের বিরোধিতা করার জন্য চীন, রাশিয়া, আলজেরিয়া ও পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও জাতিসংঘের চার্টার গোষ্ঠীর বন্ধুদের সমর্থন পওয়ার কথা উল্লেখ করেছে।
ইরানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনীতির প্রতি ইরানের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বিবৃতির শেষাংশে বলেছে কূটনীতির পখ খোলা রাখার পাশাপাশি ইরান পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সহ ইরানি জাতির সব বৈধ অধিকার এবং স্বার্থ দৃঢ়ভাবে রক্ষার কাজ করে যাবে।

পাহাড়ে 'মধ্যস্থতাকারী' নিয়োগের প্রতিবাদে মোদিকে চিঠি মমতার

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই পাহাড়ে স্থায়ী সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি তথা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।
এনিয়ে আপত্তি এবং প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের কথা জানতে পেরে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। জিটিএ'র আওতায় থাকা দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স এলাকার আইনশৃঙ্খলা, শান্তি বজায় রাখা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। সেখানকার স্থায়ী সমাধানও ত্রিপাক্ষিক বিষয়। তাই রাজ্য প্রশাসনকে না জানিয়ে সেখানে কেন একজন মধ্যস্থতাকারী বা ইন্টারলোকুটার নিয়োগ করা হল? সেই প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারতের সাবেক উপ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজ কুমার সিংহকে দার্জিলিং ও তরাই-ডুয়ার্সের ইন্টারলোকুটর বা মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানিয়েছে, এই এলাকায় গোর্খাদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়াগুলি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিয়োগ করা হয়েছে রাজস্থান ক্যাডারের এই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে। তিনি একজন অভিজ্ঞ জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ। সীমান্ত নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু এই নিয়োগের আগে নবান্নের সঙ্গে নয়াদিল্লির কোনও আলোচনা হয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এই পদক্ষেপ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত বলে মনে করছেন তিনি। এতে পাহাড়ে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর অনুরোধ, পঙ্কজ কুমার সিংহর নিয়োগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে তা প্রত্যাহার করা হোক। পর্যবেক্ষকদের মতে, পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি গোর্খাদের দীর্ঘদিনের। কিন্তু পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্স কিংবা উত্তরবঙ্গের আরও কিছুটা অংশ নিয়ে আলাদা গোর্খাল্যান্ড ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কার্যত অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ষষ্ঠ শিডিউলের আওতায় গোর্খাদের দাবি, আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন।
বিজেপিও বেশ কয়েক বছর ধরে গোর্খাদের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে আশ্বাস দিয়ে এসেছে প্রতি নির্বাচনের আগে। সেই আশ্বাসে ভর করে ২০০৯ সাল থেকে প্রতি নির্বাচনে বিজেপি সাংসদকে জিতিয়ে এনেছেন পাহাড়বাসীও। কিন্তু প্রত্যাশামতো ফল মেলেনি। তার অন্যতম কারণ অবশ্যই রাজ্যের তৃণমূল সরকারের তরফে পাহাড়ের ঢালাও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জনজাতির জন্য আলাদা বোর্ড গঠন করে তাঁদের দাবিদাওয়া পূরণ।

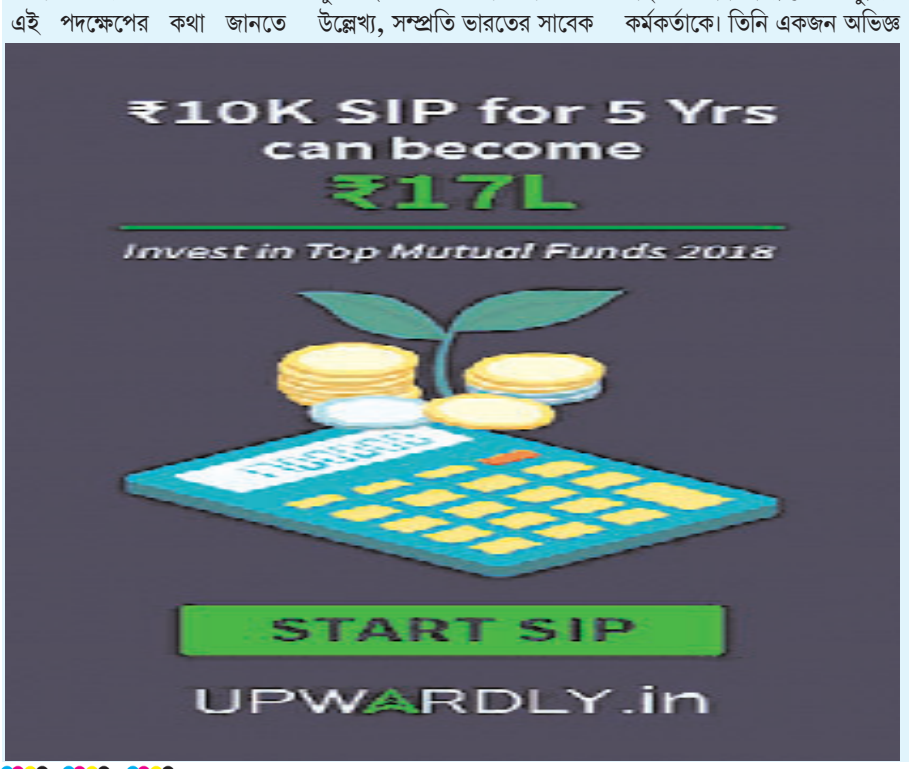

ঝাড়খণ্ড রত্ন,কবি,লেখক ও সমাজসেবক সুনীল কুমার দে ঃ বীথিকা মণ্ডল

পোটকা ঃ স্বনাম ধন্য বর্তমানে খ্যাতিমান কবি ,সাহিত্যিক ,সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় ,, সুনীল কুমার দে রচিত মহা তীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম পুস্তকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ হরিনা মুক্তেশ্বর ধাম ঝাড়খণ্ডের বিখ্যাত শিবধাম যা মহা তীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম নামে খ্যাত এবং আমরা আঞ্চলিক ভাষায় বুড়া বাবার ধাম বলে থাকি।ঝাড়খণ্ডের এক নির্জন স্থান, যেখানে একসময় জনবসতি বিহীন ছিল ।সেই পরম শান্তিপ্রিয় নির্জনে ভোলা মহেশ্বর এর আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য কথা অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা এতদিন বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন মতে সীমাবদ্ধ ছিল আজ তা পুস্তক রূপে সাহিত্য জগতকে উপহার দিলেন এবং অজানা অনেক কাহিনী ও ঘটনাএই পুস্তকের মধ্যে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন ইতিপূর্বে আরও এক ঐতিহাসিক পুস্তক,, কাপড় গাদি ঘাটের রুক্কিনী মা,, নামে পুস্তক রচনা করেছেন যা ভক্ত মহলে ও ভ্রমণকারীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এছাড়াও,, যুগ পুরুষ বিনয় দাস বাবাজি,, নামক জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন ৩০ শে মার্চ ২০২৩ এ।
ইতিহাস রচনা করা এত সহজ কথা নয়, বলতে গেলে অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ দাদা কয়েক মাসের মধ্যে তিন -তিন ঐতিহাসিক পুস্তক প্রকাশিত করে ইতিহাস রচনা করলেন। এছাড়াও নিত্য নতুন অতি সরল ভাবভঙ্গী দিয়ে সমৃদ্ধশালী লেখনি ,প্রত্যহ বিভিন্ন পত্রিকায় ও পুস্তকের প্রকাশিত হয়েই চলেছে। অগাধ জ্ঞানের ভান্ডারে পরিপূর্ণ, ধর্ম বিপ্লবী, ত্যাগী, মানবপ্রেমী, স্নেহ ভালবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়, বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার ও ধর্মকেন্দ্রিক মন তাঁর। এ কথা শুধু আমারই কথা নয় বিভিন্ন পাঠকের নিজস্ব বিচারগুলোকে তুলে ধরেছি এবং উনার রচিত পুস্তক পড়লেই বোঝা যাবে।
তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা অল্প কথায় মূল্যায়ন করা যাবে না তাই বলতে পারি যে এক ঘটি জল থেকে মাত্র এক চামচ জল তোলা হবেএছাড়া আর কিছু নয়।
সুনীল দার রচিত বিভিন্ন ভাবধারার কিছু পুস্তকের সূচি দিলাম।আমি উনার বই যতই পড়ছি ততই মুগ্ধ ও অবাক হচ্ছি আর ভাবছি ঝাড়খন্ডের এতো বড় প্রতিভা কে কেন এখনো রাজ্য স্তরে ও কেন্দ্র স্তরে সম্মান দেওয়া হয় নি যার তিনি একশো প্রতিশত পাওয়ার যোগ্য।

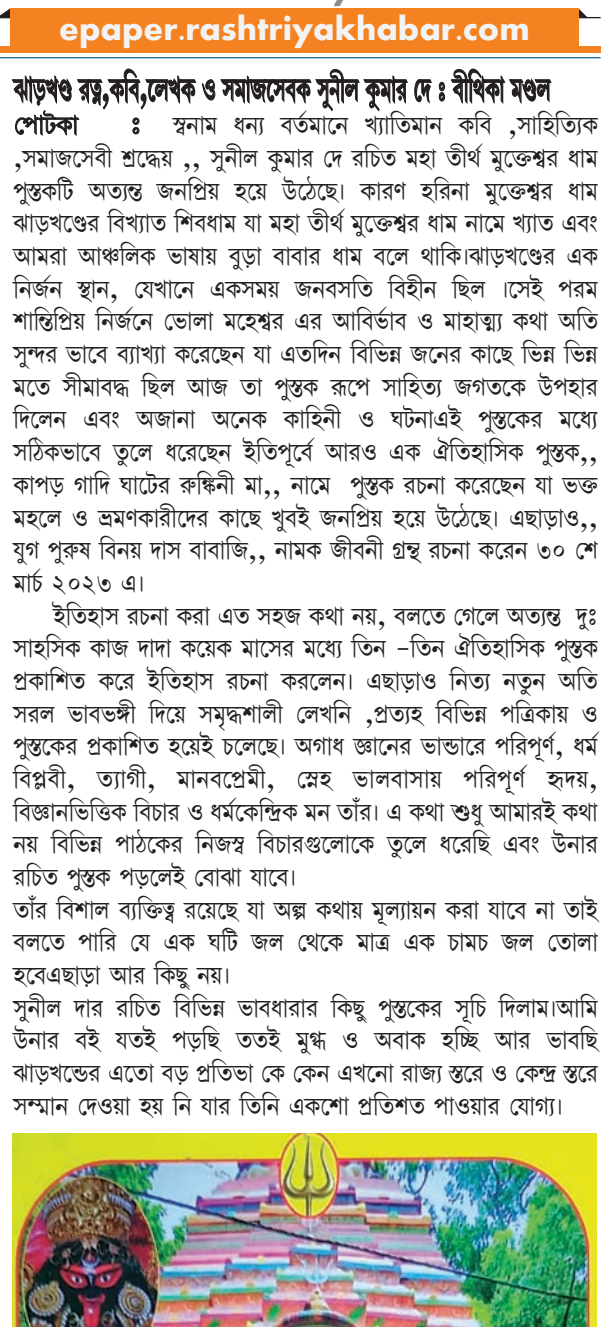

আজকের দিনটি

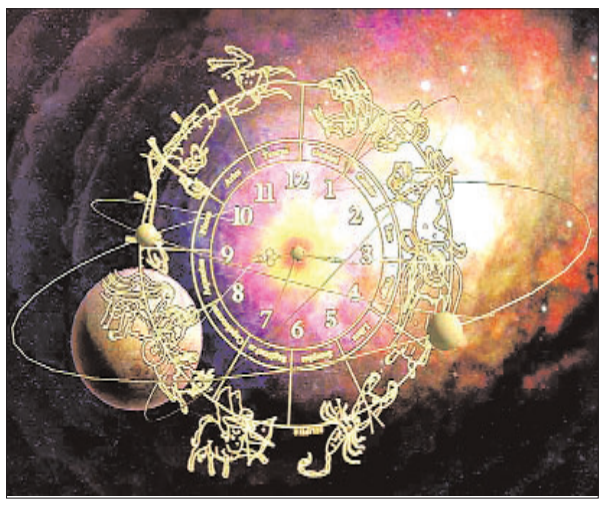

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সরেজমিনে তিন নদী : কেন মারমুখো জেলেরা, মা ইলিশ রক্ষা অভিযান সফল কতটা?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ইলিশ রক্ষা অভিযান কেমন চলছে, সরেজমিনে তা জানার চেষ্টা করেছে বিবিসি বাংলা। বরিশালের তিনটি নদী ঘুরে দেখা গেছে, অবৈধ জাল পেতে মাছ ধরা থেমে নেই। প্রশাসনের নজরদারি এবং উপস্থিতি টের পেলে একদিকে জেলেরা পালিয়ে যায়, আবার সংঘবদ্ধ হয়ে বেপরোয়া হামলার প্রস্তুতিও দেখা গেছে। বিরূপ পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে বিবিসি সাংবাদিককেও।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ মাছ ধরার প্রবণতা যেমন বেড়েছে, আবার শুরু থেকেই প্রশাসনের ওপর জেলেদের বেপরোয়া হামলার ঘটনাও ঘটছে। ফলে এবছর মা ইলিশ রক্ষার অভিযান কতটা সফল হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

সরেজমিনে বরিশালের কীর্তনখোলা ও কালাবদর নদী ঘুরে বিবিসি বাংলার টিভি সাংবাদিকের নজরে এসেছে অসংখ্য নৌকা। জেলেরা গোপনে জাল পেতে আড়ালে লুকিয়ে থাকে। প্রশাসনের অভিযানের সময় তাদের কেউ কেউ পালিয়ে যায়। আবার কোথাও কোথাও নৌকা থেকেই ইট পাথর ছুড়ে হামলা করা ঘটনাও ঘটছে।

ভাড়াকরা স্পিডবোট কীর্তনখোলা নদীতে গেলে জেলে নৌকাগুলো প্রশাসনের লোক ভেবে পালানোর চেষ্টা করেছে। তবে কালাবদর নদী এবং মেঘনার মোহনায় দেখা যায় জেলেরা বেশ আক্রমণাত্মক। সেখানে জেলেদের সংঘবদ্ধ দলকে ঘেরাও করে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখা গেছে।

একটি জেলে নৌকা ইট পাটকেল ছুড়ে আক্রমণ শুরু করলে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলেও হামলার মুখে নিরাপদে সরে আসতে বাধ্য হয় বিবিসির টিম। কারণ নৌকা থেকেই অনবরত ঢিল ছুড়ে স্পিডবোট তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এবার নদীতে মাছ ধরতে বাধা দিতে গেলে জেলেরা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি আক্রমণাত্মক এবং ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে মৎস কর্মকর্তারা।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য ও সংঘবদ্ধ হামলা

অভিযানের এগারো দিনে অন্তত পাঁচদিন জেলেদের ধাওয়ার মুখে পড়েছেন বলে জানান ভোলা সদর উপজেলার সিনিয়র মৎস অফিসার মেহেদী হাসান ভূঁইয়া।

তিনি জানান, শ্রীপুর এলাকায় নদীতে অবৈধ মাছ শিকারিদের ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জাল তোলার সময় ৩০-৪০টি বোট একত্র হয়ে তাদের আক্রমণ করতে আসে। এরপর নিরাপত্তার জন্য সরে আসতে বাধ্য হয় প্রশাসনের আভিযানিক দলটি।

ওরা আপনাকে ধরতে পারলে মেরে ফেলবে। আমি মাত্র ১১ দিনের অভিযানে পাঁচ দিন ধাওয়া খেয়েছি জাস্ট একটা এগজাম্পল দিলাম আপনাকে। ওদের নৌকাতে প্রচুর ইটের টুকরা থাকে, বাঁশ থাকে, হাতিয়ার থাকে। অনেক সময় দা থাকে, তারপর ট্যাঁটা থাকে। ওরা সবকিছু ব্যবহার করে।

ওরা যখন ঢিল মারে, সবগুলো বোটে প্রবেশ করে। ঢিলের কারণে আমার বোটের তিনজন আহত হয়েছে। এর মধ্যে এনডিসির (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক) মাথা ফেটে যায়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করা একজন কর্মকর্তা বলেন, জেলেদের যতটা সম্ভব থামিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন তারা।

তবে লজিস্টিক সাপোর্ট না থাকলে অভিযান সফল করা সম্ভব নয়। বড় স্পিডবোট না থাকায় ভোলায় যথাযথ কার্যকর অভিযান সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ছোট বোট নিয়ে গেলে আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে, বলেন তিনি।

হিজলা ও মেহেন্দিগঞ্জ এলাকায় আক্রমণ হয়েছে বেশ কয়েকবার, প্রশাসন বলছে তারা ছাড় দিচ্ছে না।

প্রাণ রক্ষার জন্য গুলি করার আইন রয়েছে, কিন্তু এখনো সে পর্যায়ে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি।

এটা আমার দ্বিতীয় অভিযান। এতটা অ্যাগ্রেসিভ জেলেদের কখনোই দেখিনি। এবার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। গতবার যেখানে কোনো ঝামেলা হয়নি, এবার আমরা সেখান থেকে ধাওয়া খেয়ে ফিরে আসছি, বলেন ভোলার সহকারী কমিশনার ভূমি এস এম মশিউর রহমান।

জেলেদের কাছে একটা মেসেজ গেছে যে প্রশাসনের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে জেলেরা দাঁড়াতে পারলে প্রশাসন চলে যেতে বাধ্য হয়। এই মেসেজটা যখনই যায় তখনই আসলে কন্ট্রোল করা কঠিন, জানান তিনি।

ওপর থেকে তোলা ছবিতে নদীতে পাঁচটি জেলে নৌকা দেখা যাচ্ছে ছবির ক্যাপশান,নদীতে জাল পেতে আড়ালে লুকিয়ে থাকে জেলেরা বরিশাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কান্তি ঘোষ জানান, এবার শুরু থেকেই আক্রমণের শিকার হচ্ছে প্রশাসনের অভিযানের দল। তারা উল্টো আমাদের পাকড়াও করতে চায়- এবার এই প্রবণতাটা আমরা প্রথমদিক থেকে লক্ষ্য করছি। বরিশালে বেশ কয়েকটি হামলা হয়েছে। হিজলায় বড় ধরনের হামলা হয়েছে। দুইজন ম্যাজিস্ট্রেট আহত হয়েছেন এবং মৎস্য বিভাগের একজন ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর আহত হয়েছেন। বরিশালে একটা হামলায় একটা স্পিডবোট ডুবে গেছে এবং আনসারের একটি অস্ত্র খোয়া গেছে।

মৎসজীবীদের মধ্যে প্রতি বছরই আক্রমণাত্মক একটা মনোভাব থাকলেও এবার সেটা বেশি জানিয়ে তিনি বলেন, সাধারণত দশ-বারোদিন পর থেকে হামলার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এবার প্রথম দিন থেকেই আমরা হামলার ঘটনা দেখছি।

জেলেরা কী বলছেন

মৎস্য অধিদফতরের হিসাবে, বাংলাদেশে ৩৮টি জেলার নদনদীতে সাত লাখ ৪৩ হাজার জেলে ইলিশ শিকারের সঙ্গে জড়িত। এসব জেলেদের মধ্য ছয় লাখ ২০ হাজার জেলে এ বছর ভিজিএফ কার্ডের আওতায় সরকারি সহায়তা হিসেবে ২৫ কেজি করে চাল বরাদ্দ পেয়েছেন।

অধিদপ্তরের হিসাবে, এক লাখ ২০ হাজার জেলে সরকারি সহায়তার বাইরে রয়েছেন।

কীর্তনখোলা নদীতে জাল ফেলে লুকিয়ে থাকা একজন জেলে পলাশ হাওলাদার বিবিসিকে বলেন, বাধ্য হয়েই তারা নদীতে মাছ ধরছেন। কোনো সরকারি সহায়তা পাননি বলেও দাবি করেন তিনি।

আমরা যে জাল কিনছি কিস্তির মাধ্যমে, কিস্তির টাকা তো আমাদের দেতে হবে। কীভাবে দেব আমরা? কারণ আমাদের সবকিছু এইটার (মাছধরার) উপরে। কয়দিন আগে ২৫ কেজি চাউল দেছে, কিন্তু আমিতো পাই নাই। আর তারা যে পরিমাণ দেয় এতে তো জেলেদের হয় না।

জেলেরা নদীতে নিষেধাজ্ঞা মানবে কী করলে এ প্রশ্নে তিনি বলেন, এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জেলেদের নদীতে নামার প্রয়োজন না হয়।

জাল বাওয়া বন্ধ রেখে তারা চলতে পারে খাইতে পারে এমন একটা ব্যবস্থা সরকার যেন করে দেয় জেলেদেরকে। তাইলে অবশ্যই জেলেরা কখনো নামবে না নদীতে।

বরিশালের ভাসানচর এলাকায় গিয়ে ৬০টির মতো নৌকায় জেলেদের পরিবারকে তীরে বসে থাকতে দেখা যায়।

এসব জেলেরা অভিযোগ করেন, নৌকায় থাকা তাদের অধিকাংশ পরিবারের সরকারি নিবন্ধন নেই। অথচ জন্ম থেকেই এই পরিবারগুলো ইলিশসহ মাছ ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। তাদের মধ্যে সিংহভাগই সরকারি সহায়তা এবং নিবন্ধনের বাইরে।

এই জেলেদের একজন শাহাবুদ্দিন সর্দার বলেন, অতীতে তারা সরকারি সহায়তে পেতেন, কিন্তু এখন পান না।

গত ১৭ বছর পাই না। আগে সবারই কার্ড ছিল। বলে তোমাদের কার্ড বাদ হইয়া গেছে। আমরা যদি মাছ না ধরতে পারি তাইলে আমাগো না খাইয়া থাহা লাগবে। যেডা সত্য কথা।

ইলিশ কীভাবে বাড়বে

ভোলার একজন জেলে ইব্রাহিম খলিল বলেন, সরকারের ২৫ কেজি চাল তিনি পেয়েছেন। তার দৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞা সব জায়গায় মানা হচ্ছে না।

ভোলায় যতটা কড়াকড়ি মেঘনা চাঁদপুর অংশে সেরকম নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। তার অভিজ্ঞতা হলো ইলিশের উৎপাদন কমছে, কারণ অবৈধ মাছ শিকার থেমে নেই। অবৈধ জালের কারেন্ট জাল হিসেবে পরিচিত যেটি সেটিও ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

সব জায়গায় তো অভিযান পালন করতে হইবো। এছাড়া তো মাছ

বাড়ার সুযোগ নাই। আর এই কারেন্ট জালের ফ্যাক্টরি বন্ধ করতে হবে। যে ঘন জাল। জাল ছোড দেইক্কাইতো মাছ ছোড থাকতেই ধরা খায়। এইডা ছাড়া উপায় নাই।

অবৈধ কারেন্ট জাল উৎপাদন বন্ধ না হলে ইলিশ উৎপাদনে সুফল মিলবে না বলেই ভোলার দুজন জেলে বলেন। জেলেদের বক্তব্য হলো সেই সাথে জাটকা নিধন বন্ধ করা জরুরি, কারণ ইলিশ বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

এই অভিযানে লাভ হইব না। ফ্যাক্টরিতে যদি কারেন্ট জালের উৎপাদন বন্ধ হয় তাইলে সে না লাভ হইবো। এয়ানতন সরকারি লোক জাল পুড়বো আর আমরা ঋণ করুম, সমিতি করুম যেমনে পারুম জাল হালামু। ছোড মাছতো ধরুমই। বড় হওয়ার তো সুযোগ নাই।

আরেকজন জেলে আব্দুর রহিমও বলছিলেন যে জাটকা নিধন বন্ধ করলে উৎপাদন বাড়বে।

সুতার জালে মাছ ধরতে হবে। শীতে একটা মাছ ধরা হয়। এই ২২ দিনের অভিযানডা দিছে ডিম ছাড়ার জইন্যে। এইডার পরে দিয়ে পৌষ অগ্রান মাসের দিকে একটা মাছ হয় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি সাইজের। ওই মাছটা যদি রক্ষা করতে পারে তাইলে উৎপাদন। মাছ উৎপাদনের মেইন মেরুদণ্ড হইলো ওইটা।

ইলিশ উৎপাদন গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল পাঁচ লাখ ৭১ হাজার টন। ২৩-২৪ অর্থবছরে সেটি কমেছে। ওই বছর উৎপাদন হয়েছে পাঁচ লাখ ২৯ হাজার টন। প্রাথমিক হিসেবে মাছ উৎপাদন গত বছরেও আরও কমার ইঙ্গিত দিচ্ছে মৎস অধিদপ্তর।

ভোলা মৎস কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন বলেন, ১০ ইঞ্চির নিচে যেটা ইলিশ সেটাই জাটকা। জাটকা নিধনকে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

সরকার ছয়টা ইলিশের অভয়ারণ্য করেছে যার মধ্যে ভোলার তেতুলিয়া নদী অন্যতম। এসব অভয়াশ্রমে জাটকা ধরা বিক্রয় পরিবহন নিষিদ্ধ। পয়লা নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত জাটকা নিধন অভিযান চলে।

তিনি বলেন, জেলেরা আমাদেরকে বলে যেখানে আপনাদের ফ্যাক্টরি সেখানে আপনারা ব্যবস্থা নেন। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়েছি বিশেষ করে মুন্সীগঞ্জ এলাকায় কারেন্ট জালটা বেশি ব্যবহার হয়। আমরা সরকারের কাছে বরাবরই আবেদন করি যে এই ফ্যাক্টরিগুলো যদি বন্ধ করা যায় তাহলে কিন্তু জালের ব্যবহারটা কমবে।

নিয়মিত কারেন্ট জাল ধরার পরও সমাধান হচ্ছে না কারণ, এত পরিমান প্রোডাকশন হচ্ছে যে এইটা শেষ হচ্ছে না। এই জাল জেলেদের কাছে খুবই সহজলভ্য, দামও কম, বলেন ওই কর্মকর্তা।

ভারতের সঙ্গে সমন্বয় কতটা

বাংলাদেশে নদনদী ও সাগরে ২২দিনের মা ইলিশ রক্ষার অভিযান চললেও ভারতের সঙ্গে এই অভিযান সমন্বিতভাবে হচ্ছে না। উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ যখন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আছে ভারতীয় জেলেদের জন্য নিষেধাজ্ঞা নেই।

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, ভারতের সঙ্গে এপ্রিল মাসে সাগরে ৫৮ দিনের যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় সেটি সমন্বিতভাবে করা হয়েছে। মা ইলিশ রক্ষায় ভারতের সঙ্গে সমন্বয় হয় না। ভারত মা ইলিশ রক্ষায় বাংলাদেশের সঙ্গে একসঙ্গে কোনো মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দেয় না।

বাংলাদেশের জেলেদের অভিযোগ, ভারত থেকে অনেকে এসে মাছ শিকার করে। অতীতে বিভিন্ন সময় ভারতীয় জেলেদের অনুপ্রবেশ এবং জেলেও নৌকা আটকের নজির রয়েছে।

তবে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড দাবি করছে, এবছর এখন পর্যন্ত কোনো ভারতীয় মাছ ধরার নৌকার অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের স্টাফ অফিসার অপারেশন লেফটেন্যান্ট মো. মুত্তাকিন সিদ্দিকী বিবিসি বাংলাকে বলেন, নৌবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে তারা যেকোনো অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে তৎপর রয়েছেন।

দেশের জলসীমায় যেকোনো ধরনের বিদেশি ফিশিং ট্রলার বা বোট মৎস আহরণ করছে এ ধরনের কোনো তথ্য আপাতত পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং নৌবাহিনী যৌথ অভিযানের মাধ্যমে এবং গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে আমরা এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশে ইলিশ রক্ষায় বছরে তিনটি অভিযান হয়, কিন্তু গত কয়েক বছর ক্রমাগত ইলিশের উৎপাদন কমছে।

জেলেদের বক্তব্য হলো প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশের পাশাপাশি জাটকা মাছও রক্ষা করতে হবে। তাদের মতে, নিষেধাজ্ঞা কঠোর বাস্তবায়ন এবং জাটকা নিধন বন্ধে নিষিদ্ধ কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিপনন বন্ধ না করতে পারলে বাংলাদেশে ইলিশ বাড়ানো অসম্ভব।

চলতি অভিযানের প্রথম দশদিনে বিভিন্ন বাহিনীর সমন্বয়ে চার হাজার ২৫৪টি অভিযান ও ৯৭৬টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয় এবং ৫৩ দশমিক ৫ মেট্রিক টন ইলিশ জব্দ করা হয়।

১০৭৬টি মামলায় ৩৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৮৬৪টি জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া অবৈধ মাছ শিকারে ব্যবহৃত নৌকা জালসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম নিলামে ২৪ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

তালেবান, দেওবন্দ এবং ভারতের 'ধর্মীয় কূটনীতি'

কাবুলের সঙ্গে দিল্লি এমন এক সময়ে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, যখন পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের দূরত্ব বাড়ছে, সূত্রপাত হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেরও। কাবুলদিল্লির সম্পর্কের নতুন সমীকরণে দেওবন্দের ভূমিকা কী? ১০ অক্টোবর। শরতের বাতাসে দিল্লির পাতা ঝরছে। ভারতের মাটিতে পা রাখলেন কাবুলের প্রভাবশালী নেতা মৌলভি আমির খান মুত্তাকি, যিনি আফগানিস্তানের ইসলামিক ইমারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ভারতে তাঁর ছয় দিনের সফর দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির নতুন মানচিত্র আঁকছে। দিল্লিতে নেমে মুত্তাকি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বসলেন নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে। যৌথ বিবৃতিতে বলা হলো, কাবুলে ভারত আবার দূতাবাস খুলবে, যা তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে বন্ধ। এরপর ১১ অক্টোবর মুত্তাকি গেলেন সাহারানপুরের দারুল উলুম দেওবন্দে যা ইসলামিক ইমারতের কোনো জ্যেষ্ঠ নেতার প্রথম এই ভারতীয় মাদ্রাসা পরিদর্শন। ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার কীভাবে কট্টর ইসলামপন্থী

তালেবান সরকারের একজন মন্ত্রীকে গ্রহণ করলএ রকম প্রশ্ন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ চলছে নিশ্চয়ই। কাবুলের সঙ্গে দিল্লি এমন এক সময়ে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, যখন পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের দূরত্ব বাড়ছে, সীমান্তে রক্তাক্ত সংঘর্ষ চলছে। তাহলে দেওবন্দ পরিদর্শন কি শুধু প্রতীকী, নাকি এর মধ্যে কোনো গভীর রাজনৈতিক ইঙ্গিতও রয়েছে? ২০২১ সালের আগস্ট তো বেশি দূরের সময় নয়। মার্কিন বাহিনী চলে যাওয়ার পর তালেবান ক্ষমতায় এলে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারত। চার বছর 'সম্পর্কহীন' থাকার পর তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবার দিল্লিতে এসে বললেন, অমৃতসর-কাবুল ফ্লাইট শুরু হবে শিগগিরই। চার দশকের যুদ্ধে ক্লান্ত আফগানিস্তানের মানুষ উন্নয়নের জন্য উদ্গ্রীব। আফগানিস্তানের আগের সরকারের সময় ভারত সেখানে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে সালমা ড্যাম, জারঞ্জ-দেলারাম হাইওয়ে ও পার্লামেন্ট ভবনের মতো প্রকল্পে। এবার মুত্তাকি এসে আফগানিস্তানের খনিজ ক্ষেত্রেও ভারতীয় কোম্পানিগুলোকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অনেকে বলছেন, এটা 'তালেবান ২.০'-এর ইঙ্গিত। আসলেই কি তাই, নাকি এটা 'শত্রুর শত্রু হলো বন্ধু' কৌশলের খেলা? ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তান, যারা এখন আফগানিস্তানের ইসলামিক ইমারতের শত্রু। দেওবন্দের যে চিন্তাধারা তালেবানকে প্রভাবিত করেছে, সেটি এসেছে পাকিস্তানের 'ছাঁকনি' দিয়ে। প্রথমবারের মতো দেওবন্দ মাদ্রাসার সঙ্গে এবং দেওবন্দি ভারতীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক রচিত হলো পাকিস্তানের ছায়ার বাইরে গিয়ে। বোঝার জন্য বলি, আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক অনেকটাই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয়। ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছে বটে কিন্তু নানা যৌক্তিক কারণেই স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব রয়েছে। কিন্তু ভারত ছাড়া আমাদের আবার চলেও না। চিকিৎসা, শিক্ষা, ভ্রমণ এমনকি ঈদের বাজার করতে ভারতেই ভরসা ছিল এতকাল এমনকি বাংলাদেশের সন্ত্রাসীদেরও 'শেষ আশ্রয়স্থল' ভারত। বাংলাদেশের আলেম-ওলামাদের যদিও আগ্রাসী ভারতের প্রতি পুঞ্জীভূত ক্ষোভ রয়েছে, কিন্তু দেওবন্দ মাদ্রাসার কারণে ভারতের আলেম-ওলামার সঙ্গে তাদের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগও রয়েছে। এ কারণেই বাংলাদেশে বড় কোনো ইসলামি সম্মেলন মানেই ভারতের কোনো আলেমের আগমন। ঠিক একই চিত্র আফগানিস্তান-পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। ব্রিটিশবিরোধী, সোভিয়েতবিরোধী বা ইঙ্গ-মার্কিনবিরোধী যুদ্ধে পাকিস্তান লাখ লাখ আফগান মুহাজিরের বড় আশ্রয়স্থল ছিল। নব্বইয়ের দশকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক আফগানিস্তানের জন্য যেভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা একাত্তরে বাংলাদেশের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু ব্রিটিশ ছকে আঁকা ডুরান্ড লাইন নিয়ে জন্মদাগের মতো গেঁথে আছে দুই দেশের আজন্ম ঝগড়া। পাকিস্তান সেখানে আফগানিস্তানের প্রতি তেমনই আধিপত্যবাদী, ভারত যেমন ফারাক্কা বিরোধ বা তিস্তার পানি বণ্টনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতি। অথচ আফগানিস্তানের মধ্যবিত্তের শিক্ষা, চিকিৎসা থেকে শুরু করে বাজারসদাইয়ে নির্ভরতার জায়গা পাকিস্তান। এমনকি পাকিস্তানের 'দেওবন্দি' আলেমরাও আফগানিস্তানে বেশ জনপ্রিয়। স্বভাবতই তালেবান আর পাকিস্তান ছিল ঘনিষ্ঠ। পাকিস্তানের মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন হিবতুল্লাহ আখুন্দজাদা থেকে মোল্লা ওমরের মতো তালেবান নেতারা। গত কয়েক দশকের যুদ্ধে পাকিস্তানের মাটি তাঁদের নিরাপদ আবাস ছিলএটা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি ২০০১ সালে তালেবানকে হটাতে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রকে ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছিলএটাও বাস্তব। 'ওয়ার অন টেরর' বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আমেরিকা ২০ বছর ধরে আফগানিস্তানে বোমা ফেলেছে তখন ন্যাটোর ৭০ শতাংশ সরবরাহ গেছে পাকিস্তান দিয়ে। বিনিময়ে ৩৩ বিলিয়ন ডলারের 'অনুদান' নিয়ে আফগানদের গ্রেপ্তার করে গুয়ানতানামো বে কারাগারে পাঠাতে সাহায্য করেছে পাকিস্তান। সেই সময় পাকিস্তান ভারতের প্রভাব ঠেকাতে আফগানিস্তানকে 'স্ট্র্যাটেজিক ডেপথ' হিসেবে দেখত। লাখো আফগান মুহাজিরকে পাকিস্তান থেকে বের করে দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও স্বীকৃতিহীন একটি দেশে পাঠানোর মাধ্যমে পাকিস্তান দুই দেশের মানুষের সম্পর্ককে আরও বিষ ঢেলেছে। পাকিস্তান একসময় তালেবান নেতৃত্বকে আশ্রয় দিয়েছিল আর এখন টিটিপি (তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান) নেতাদের হত্যার জন্য খুঁজছে। পাকিস্তান সরকারের এই অবস্থানকে তারা বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করছে। এর ফলে সংঘর্ষ বাধাটা ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। ৯ থেকে ১২ অক্টোবরের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষে পাকিস্তান বিমান হামলা চালিয়েছে কাবুল, খোস্ত, জালালাবাদে। পাল্টা জবাব দিয়েছে তালেবানও। তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুত্তাকি তখন সফর করছেন পাকিস্তানের 'চিরশত্রু দেশ' ভারতে। এরই মধ্যে তিনি যান ভারতের সাহারানপুরে অবস্থিত বিখ্যাত দেওবন্দে।

ধর্ম-রাজনীতির আত্মঘাতী অধ্যায়

কাঞ্চন বসু
সাংবাদিক

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাইয়ের এজলাসে ঢুকে তাঁর দিকে জুতো ছোঁড়ার ঘটনা, অথবা উত্তরপ্রদেশে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর লোকসভা কেন্দ্র রায়বেরেলি-তে 'হরিওম বাল্মিকী' নামে এক দলিত যুবক কে নির্মম খুন। এই দুই আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ঘিরে যে ঘনঘটা তৈরি হয়েছে তা শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়, এটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র দীর্ঘদিনের 'মনুবাদী রাজনীতি'র ফলাফল। এই রাজনীতি গড়ে উঠেছিল মুসলিম বিদ্বেষ, 'অন্যের প্রতি ঘৃণা' এবং এক কৃত্রিম হিন্দু ঐক্যের উপর। কিন্তু বাস্তব হল, হিন্দু সমাজ কখনোই এক ছিল না। তার মধ্যে বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা, শ্রেণি ও জাতিগত বৈষম্য হাজার বছর আগেও গভীর ভাবে প্রোথিত ছিল, আজও আছে। তখন প্রকট ছিল, এখন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। এই সমাজেরই এক – প্রান্তের মানুষ দলিত বা ওবিসি আজ হয়তো ক্রমে বুঝতে পারছে যে, 'হিন্দুত্ব' মানে আসলে 'উচ্চবর্ণের আগ্রাসী আধিপত্য', তখন এই তথাকথিত ঐক্যের মুখোশ খসে পড়া অবধারিত। এই মুহূর্তে বিজেপি-র জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হল, 'হিন্দু বনাম হিন্দু' সংঘাতের প্রকাশ্য রূপ, যা এতদিন তাদের প্রচারে সম্পূর্ণভাবে আড়াল করা হয়েছিল। যে রাজনৈতিক দল নিজেদের কে সনাতন হিন্দু ধর্মের রক্ষক হিসাবে তুলে ধরত, সেই দলেরই 'বাবা'র (যোগী আদিত্যনাথ) নামে উত্তরপ্রদেশে দলিত যুবক খুন হচ্ছে, আবার অন্য হিন্দু (রাকেশ কিশোর) সুপ্রিম কোর্টের দলিত সমাজের উজ্জ্বল প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতির দিকে জুতো ছুঁড়ে দিচ্ছেন, এটি শুধু নৈতিক দেউলিপনা নয়, রাজনৈতিক আত্মঘাতও।

যে ভোটব্যাঙ্ক এতদিন শাসকের অন্ধ সমর্থক ছিল, তাঁরাই কি এখন পাল্টা প্রশ্ন তুলছে যে এই হিন্দুত্বে আমাদের স্থান কোথায়? ঘটনাক্রম দেখে অনেকেরই মনে হচ্ছে, ধর্মের রাজনীতির যে খেলা খেলে বিজেপি আজ যে অপ্রতিরোধ্য উচ্চতায় পৌঁছেছে, হয়তো সেটাই আজ তাদের জন্য গহ্বর হয়ে উঠছে। এক সময় মুসলিম বিরোধিতার মাধ্যমে তৈরি করা ঘৃণার রাজনীতি এখন নিজেদের ঘরেই আগুন ধরাচ্ছে। এ যেন এক আত্মঘাতী গোল, ধর্মের নামে রাজনীতি করতে গিয়ে এবার সেই ধর্মই রাজনৈতিক দলটিকে গিলে খেতে শুরু করেছে। জাতীয় রাজনীতিতে 'হিন্দু খতরে মে' কথাটা আবার ফিরে এসেছে, তবে ভিন্ন আঙ্গিকে। কারণ, উল্লিখিত দুটি ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, এবার সেই 'খতরা' মুসলমান, খ্রিস্টান বা অন্য কোনও ধর্মের কাছ থেকে নয়, এসেছে হিন্দু সমাজেরই ভিতর থেকে। শাসক-বিরোধী সব পক্ষই রাকেশ কুমার নামে একাত্তর বর্ষীয় ওই আইনজীবীর আচরণের নিন্দা করেছেন এটা সত্য। নিন্দা করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের সলিসিটর জেনারেলও বলেছেন, ঘটনাটি 'ক্ষমার অযোগ্য'। কিন্তু এরই পাশাপাশি গেরুয়া শিবিরের একটি অংশ যে ভাবে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা এবং হিন্দু সমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে দেশ জুড়ে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে, সেটাই বিপদের সঙ্কেত।

নরেন্দ্র মোদির কৃতিত্ব এখানেই, গত এক দশকে তিনি গোটা দেশে এমন একটি অতিকায় ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে ফেলেছেন যারা সব ইস্যু ফেলে শুধুমাত্র মুসলিম বিদ্বেষের জায়গা থেকে 'পদ্ম' ছাপে বোতাম টেপেন। কিন্তু সাম্প্রতিক দু'টি ঘটনা আমাদের বুঝিয়েছে, এই সময়ে হিন্দুদের 'খতরা'টা বাইরের কোনও ধর্ম থেকে নয়, বরং নিজেদের ভিতর থেকে। 'দলিত' বনাম 'উচ্চবর্ণ', 'সনাতন' বনাম 'তথাকথিত সংস্কারবাদী'-এই ভিতরকার ফাটলই এখন বিজেপির ধর্মীয় রাজনীতি কে কামড়ে ধরেছে। আর এসএস-বিজেপি-র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের খেলা নতুন কিছু নয়। কিন্তু ২০১৪ সালের পর মোদি-জমানায় এটি এক সম্পূর্ণ নতুন রূপ নেয়,- যাকে বলা যেতে পারে 'ডিজিটাল প্রচারের ধর্মরাজনীতি'। শাসকের নির্বাচনি প্রচারে 'আইটি সেল' শুধু একটি 'টেকনিক্যাল টিম' ছিল না, তা ছিল এক 'ডিজিটাল সেনাবাহিনী', যাদের কাজ ছিল ঘৃণা, গুজব ও বিভাজনের মাধ্যমে এক নতুন ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করা। এই উন্মাদনার ফলেই এখন জন্ম নিয়েছে এক অদমনীয় অদৃশ্য 'ডিজিটাল দানব', ফ্রএ্যাঙ্কেস্টাইনের মতো যে অদৃশ্য দানবটি আজ তাদেরই গিলে খাচ্ছে। অজিত ভারতী-র মতো তথাকথিত প্রভাবক (ইনফ্লুয়েন্সার) যখন প্রকাশ্যে বলেন, শুধু জুতো ছোঁড়া নয়, দরকার বিচারপতির মাথা ফাটানো, তখন তা কেবল একজন উন্মাদের বক্তব্য নয়, সেটি সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতির সরাসরি প্রতিফলন যেখানে সহিষ্ণুতা, সংবিধান, নৈতিকতা সব কিছুই হারিয়ে গেছে।

একটি 'জুতো' আজ গোটা রাষ্ট্রের মুখোশ খুলে দিয়েছে। যে রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় আদালতের প্রধান বিচারপতি জাতিগত কারণে অপমানিত হন, যেখানে তার প্রতিহিংসা ধর্মীয় স্লোগানে ন্যায়সঙ্গত করা হয়, তখন আর বুঝতে ভুল হয় না যে এই রাষ্ট্রের শিরা উপশিরায় 'মনুবাদ' আবার স্বমহিমায় অবতীর্ণ হয়েছে। হয়তো শাসকের অভিপ্রায়ও সেটাই। এই মনুবাদী মানসিকতাকে শাসকদল শুধু প্রশ্রয়ই দেয়নি, বরং তা থেকেই তাদের রাজনীতির রসদ এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর 'নিউ ইন্ডিয়া' আদপে এক পুরানো, বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার আধুনিক সংস্করণ, যেখানে 'ধর্ম ও জাতি' একত্রে ক্ষমতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যখন যোগী আদিত্যনাথের নামে এক দলিত যুবক খুন হয়, আর সেই খুনিরা গর্বের সঙ্গে বলে বাবা আমাদের বলেছেন, তখন বোঝা যায় ধর্মের নামে রাজনীতি আসলে কীভাবে হিংসা ও দাসত্বের ধর্মে পরিণত হয়েছে।

আজকের ভারতে ভোটের মানচিত্রে দলিত সমাজ একটি বড় নিয়ন্ত্রক (ফ্যাক্টর)।

বিজেপি জানে, মুসলিম ভোট তাদের নাগালের বাইরে, তাই তারা দলিত সমাজে প্রবেশ করেছিল 'আম্বেদকর'-এর নাম ব্যবহার করে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যখন সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন, আম্বেদকরের নাম নেওয়া এখন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন দলিত সমাজের আইকনের প্রতি সেই কৃত্রিম সম্মান নিমেষে অন্তর্হিত হয়। সুতরাং দলিত সমাজের মধ্যে ক্ষোভ জেগে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। হয়তো তাঁদের মনে হচ্ছে, তথাকথিত ঐক্য আসলে উচ্চবর্ণের শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠা। আজকের ভারত প্রকৃত অর্থেই এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী 'নন বায়োলজিক্যাল', মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ 'বাবা', বিচারপতি 'দলিত', আর রাষ্ট্র ক্রমে 'মনুবাদী'। আর 'সনাতন' ধর্ম রক্ষার দোহাই দিয়ে রাকেশ কুমার নামে যে বৃদ্ধ জুতো ছুঁড়েছেন, ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, ঈশ্বর তাকে ওই কাজ করার শক্তি জুগিয়েছিল। অতএব শাসকের বাস্তুতন্ত্রে যে ঐক্যের বুলি শোনা যায়, তা আসলে উচ্চবর্ণের আধিপত্য রক্ষার নরম ছাঁচ। হরিওম বাল্মিকীর হত্যাকাণ্ড তাই নিছক অপরাধ নয়, এটা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ সংকটের প্রতীক। অভিযুক্তরা সবাই হিন্দু, তাদের মধ্যে কেউ উচ্চবর্ণ, কেউ ওবিসি, কেউ আবার দলিত। পুলিশের বয়ান অনুযায়ী, হরিওম বাল্মিকী কে খুনের সময় তারা বলেছিল- বাবা বলেছেন। সেই 'বাবা' হলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এই একটি বাক্যই যথেষ্ট প্রমাণ যে, ধর্মের রাজনীতি কতটা ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে হত্যাও এক প্রকার 'ধর্মীয় দান' হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। তবু আশ্চর্য, এই খুনের পর পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। কেন এই অস্বাভাবিক তৎপরতা? কারণ ঘটনাটা এবার ভোটের রাজনীতিকে নড়িয়ে দিয়েছে। শুধু রাহুল গান্ধীর সরাসরি চাপ নয়, বিজেপিও জানে যে দলিত ও ওবিসি সমাজের মধ্যে এই ক্ষোভ যদি ছড়িয়ে পড়ে, তবে তা তাদের ভিত্তিই কাঁপিয়ে দেবে। বিশেষত, শিয়রে যখন বিহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে বিরোধী শিবিরের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ তেজস্বী যাদব এই সুযোগে সরাসরি 'ধর্ম বনাম সংবিধান'-এর সংঘাতের কথাই তুলে প্রচার শুরু করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে খাজুরাহোর বিষ্ণু মূর্তি বা সুপ্রিম কোর্টে ছোঁড়া জুতো কেবল প্রতীক মাত্র। আসল সংকটটা গভীর। বিজেপি যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ তৈরি করেছে, তা আজ রাজনীতিকে তো বটেই, ধর্মকেও বিষাক্ত করেছে। আর সবচেয়ে বড় পরিহাস হল, এই 'ধর্ম রক্ষার রাজনীতি' আজ ধর্মকেই ধ্বংস করছে। এক সময় বিজেপি-রই স্লোগান ছিল, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবের ভারত বলছে, 'সবকা ক্ষোভ, সবকা অবিশ্বাস'। মানুষের মনে আজ প্রশ্ন, রাষ্ট্র কি সত্যিই নিরপেক্ষ? নাকি রাষ্ট্র এখন ধর্মীয় পরিচয়ের মুখোশ পরে থাকা এক প্রকাণ্ড নির্বাচনি কার্যালয়? যে রাষ্ট্র একদিন ধর্মকে হাতিয়ার করে ভোট জিতেছিল, সেই রাষ্ট্রই আজ ধর্মের উন্মাদনায় নিজের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে কি না, সে চর্চাও শুরু হয়েছে। জাতীয় অপরাধ পরিসংখ্যান ব্যুরো (এনসিআরবি)-র সাম্প্রতিক প্রকাশিত তথ্য (২০২৩ সালের অপরাধের ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্ট) বলছে, ভারতে ২০২১ সালে উচ্চবর্ণের হাতে দলিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল ৫০,৯০০। ২০২২ সালে এই সংখ্যাটি বেড়ে হয় ৫৭,৫৮২। ২০২৩ সালে সংখ্যাটি আরও বেড়ে হয় ৫৭,৭৮৯।

আজকের ভারত বস্তুতই এক ভয়ঙ্কর মোড়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে ধর্মের নামে তৈরি রাজনৈতিক সাম্রাজ্যই নিজের ভিত খুঁড়ছে। 'হিন্দু খতরে মে' – পরীক্ষিত এই প্রচারাস্ত্রটি আজ ফিরে আসছে ভিন্ন আঙ্গিকে। বোঝা যাচ্ছে এই 'খতরা' বিধর্মীদের হাতে ততটা নয়, যতটা ভিতরের বিভাজন, অহংকার আর অন্ধবিশ্বাসের হাতে। লাখ টাকার প্রশ্ন একটাই, এই ঘৃণার আগুন নিভবে, না আরও ছড়াবে? নাকি এই ঘৃণার আগুনই একদিন গিলে ফেলবে সেই রাজনৈতিক কাঠামোকে, যারা এক সময় নিজেরাই তা প্রজ্বলিত করেছিল। 'সংবিধান'-এর নাম নেওয়াটা যদি সত্যিই কেবল ফ্যাশন না হয়, তাহলে সময় এসেছে শাসকের কাছেই জবাবদিহি দাবি করার। সময় এসেছে ধর্মকে নয়, মানুষকে কেন্দ্র করে 'গণতন্ত্র' পুনর্গঠনের। কারণ শেষ পর্যন্ত, 'রাষ্ট্র' কোনও ভগবানের অধীনে নয়, 'রাষ্ট্র' মানুষের জন্য। আর মানুষ যদি নীরব থাকে, তবে গণতন্ত্রের মৃত্যুঘন্টা বাজবে ধর্মের ঘন্টাধ্বনির আড়ালেই।

ট্রাম্পের প্রক্সি যুদ্ধ 'ঈশ্বরের ইচ্ছায়' হচ্ছে!

জো জ্যাকসন

বিশ্বের অনেক মানুষ এখন আমেরিকাকে ভালো চোখে দেখে না। তাদের মনে আমেরিকার প্রতি রাগ, ক্ষোভ আর অবিশ্বাস জমে আছে। 'ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি' বা 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমেরিকার বিস্তৃতি ঘটবে'উনিশ শতকের এই ধারণাকে একুশ শতকের ভাষায় ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে হাজির করায় নতুন করে বিশ্বজুড়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণার ঢেউ উঠতে পারে। ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমেরিকার বিস্তৃতি ঘটবেএ ধারণা প্রথম সামনে এনেছিলেন ডেমোক্র্যাট রিভিউ ম্যাগাজিনের সম্পাদক জন ও'সালিভান। তাঁর লেখার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা বিস্তারকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা ঐশ্বরিক অনুমোদনের সঙ্গে যুক্ত করার ধারণা জনপ্রিয় হয়। উনিশ শতকে এই ধারণাকে ভিত্তি ধরে আমেরিকা নেটিভ আমেরিকানদের ওপর জুলুম চালিয়েছিল।

১৮৪৫ সালে ও'সালিভান লিখেছিলেন, 'আবিষ্কার, অনুসন্ধান, বসতি স্থাপন বা প্রতিবেশী অধিকারের মতো হাস্যকর যুক্তি দিয়ে ভূমি দখল বন্ধ করা যাবে না।' অর্থাৎ নেটিভ বা আদি বাসিন্দাদের ভূমি মালিকানার সব দাবিই তিনি খারিজ করে দিয়েছিলেন। পরে এই ম্যানিফেস্ট ডেসটিনির ধারণা শুধু উত্তর আমেরিকাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তেও। ধীরে ধীরে আমেরিকার নেতাদের মনে হতে থাকে, যদি 'ঈশ্বরের পরিকল্পনা' অনুযায়ী আমেরিকার পুরো মহাদেশ দখলের অধিকার থাকে, তবে পুরো পৃথিবী কেন নয়? এই চিন্তার পরিণতি সবচেয়ে ভালো জানে কিউবা ও ফিলিপাইন। উনিশ শতকের শেষভাগে যে যুদ্ধকে কিউবানরা 'স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধ' এবং ফিলিপিনোরা 'মুক্তির লড়াই' বলে অভিহিত করেছিল, যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন হে সেটিকে 'দারুণ এক ছোট যুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সেই সংঘাতেই গঠিত হয়েছিল আধুনিক কিউবা, ফিলিপাইন ও সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র।

ট্রাম্প কিন্তু কোনো ধর্মীয় মিশনারি নন তিনি একজন ব্যবসায়ী। তাঁর কাছে ভূখণ্ড মানে শুধুই বস্তুগত সম্পদ, যা আমেরিকার মর্যাদা ও সম্পদ বাড়ায়। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মীয় উন্মাদনা যত কমই হোক, তাঁর ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টান সমর্থকেরা তাঁকে শতভাগ সহযোগিতা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ যে মূল বিশ্বাসে আটকে আছে, তা হলো আমেরিকা যাদের 'উদ্ধার' করছে, তারা আমেরিকার চেয়ে নিম্নস্তরের।

১৮৯৫ সালে কিউবার মানুষ স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধে নামে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলির নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে কিউবার পক্ষ নিয়ে যুক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্র স্পেনকে পরাজিত করে কিউবার নিয়ন্ত্রণ নেয়। এই সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিশ্বে একটি শক্তিশালী এবং সদয় দেশ হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় যেন তারা ঈশ্বরের নির্দেশে অন্য দেশের জন্য শান্তি বজায় রাখছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে দেখিয়েছিল, তারা শুধু শক্তিশালী নয়, বরং শান্তি রক্ষার দায়িত্বও নিতে পারে। কিন্তু একই সময়ে ফিলিপাইনে যা ঘটেছিল, তা ছিল ভয়াবহ। দুর্ভিক্ষ, রোগব্যাধি, মৃত্যু, পরিবেশ ধ্বংস দ্বীপরাষ্ট্রটিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ১৮৯৮ সালের প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে স্পেন ফিলিপাইনকে আমেরিকার হাতে তুলে দিলে শিগগিরই ফিলিপিনো ও মার্কিন বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ফিলিপাইন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ।

যুক্তরাষ্ট্র বারবার একই ভুল করে। ১৮৯৮ সালের 'দারুণ ছোট যুদ্ধ' ভবিষ্যতের সব মার্কিন যুদ্ধে নকশা ঠিক করে দিয়েছে। এসব যুদ্ধ শুরু হয় স্বল্প সময়ের জন্য এবং সহজ জয় পাওয়ার আশায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি করে। এই যুদ্ধ আমেরিকার মধ্যে এক যুদ্ধবীরোচিত মানসিকতা তৈরি করেছিল। প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট ১৮৯৭ সালে নেভাল-ওয়ার কলেজের শিক্ষার্থীদের বলেছিলেন, 'সব মহান জাতিই যোদ্ধা জাতি। যখন কোনো জাতি যুদ্ধের মানসিকতা হারায়, তখন তারা শ্রেষ্ঠদের সমকক্ষ হওয়ার অধিকার হারায়।' সমালোচক পল ফুসেল লিখেছিলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি একপ্রকার 'অরওয়েলীয় যুক্তি' তৈরি করে, যেখানে যুদ্ধই হয়ে যায় 'শান্তিরক্ষা অভিযান' আর নাগরিকের কর্তব্য হলো যেকোনো অন্যায় মেনে নেওয়াযতক্ষণ তা 'স্বাধীনতার নামে' করা হচ্ছে। ট্রাম্প এই ঐতিহ্যেরই উত্তরসূরি। গত জানুয়ারিতে অভিষেক ভাষণে তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি নিয়ে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পৌঁছে যাব।' তিনি বলতে চেয়েছিলেন, আমেরিকান নভোচারীরা মঙ্গল গ্রহে আমেরিকার পতাকা স্থাপন করবেন। কিন্তু তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদী ইচ্ছার তালিকায়' পৃথিবীর ভূখণ্ডও আছে। সেটি আছে কানাডা, গাজা, গ্রিনল্যান্ড, এমনকি পানামা খাল পর্যন্ত। ট্রাম্প এমনকি প্রতিরক্ষা দপ্তরের পুরোনো নাম 'ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার' বা 'যুদ্ধ মন্ত্রণালয়'ও ফিরিয়ে এনেছেন। নিশ্চয়ই ট্রাম্প ও ম্যাককিনলির সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। ম্যাককিনলি মনে করতেন, ঈশ্বর তাঁকে ফিলিপিনোদের 'শিক্ষিত, সভ্য ও খ্রিষ্টান' করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

ট্রাম্প কিন্তু কোনো ধর্মীয় মিশনারি নন তিনি একজন ব্যবসায়ী। তাঁর কাছে ভূখণ্ড মানে শুধুই বস্তুগত সম্পদ, যা আমেরিকার মর্যাদা ও সম্পদ বাড়ায়। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মীয় উন্মাদনা যত কমই হোক, তাঁর ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টান সমর্থকেরা তাঁকে শতভাগ সহযোগিতা করেন।

পাঠকের চিঠি

এই প্রজন্মে!

দিন যতো এগোচ্ছে আমাদের জীবন যেন ক্রমশ, যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠছে। নিত্য পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষার ভীতি, বয়োঃসন্ধির নানা না বলা কথা সব কিছু মিলিয়ে এই প্রজন্মের পড়ুয়াদের মধ্যে এক মানসিক দূরত্ব দেখা দিয়েছে। তাছাড়া মোবাইলকে সঙ্গী করে ডুবে থাকছে অনেক পড়ুয়ারা। নিজের ভুলত্রুটি না বুঝে, ভবিষ্যৎ এর ইতিবাচক দিকগুলো না চিন্তা করেই তারা ক্রমশ, ঘড়ির কাঁটার মতো এগিয়ে চলেছে।এক্ষেত্রে সরকারী স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং করাটা ভীষণ দরকার। শহরের কথা বাদ দিলে যদি গ্রামের কথা ধরি সেক্ষেত্রে পড়ুয়াদের সাইকোলজিক্যাল দিকগুলো একদমই শূন্য। প্রত্যন্ত গ্রামে তাই আজ পড়ুয়াদের মধ্যে হীনমন্যতা ও একাকীত্ব বেড়েছে।এক্ষেত্রে সরকারী স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং হলে অনেক ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে গুডটাচ-ব্যাডটাচ এর ধারনা,বয়োসন্ধিতে নানান সমস্যার দিকগুলো তারা বুঝতে পারবে। তারাও তাদের সমস্যাগুলো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বলতে পারবেন।আসলে স্কুল শুধু লেখাপড়ার জায়গা না, স্কুল একজন পড়ুয়ার চরিত্র ও আদর্শজীবন গঠনের ক্ষেত্র।

শংকর সাহা, পতিরাম, দ.দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিংডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আগামী ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুর পুলিশের সঙ্গে অসম পুলিশের বৈঠক হবে, এরপরেই এই ঘটনা অধিক স্পষ্ট হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সিঙ্গাপুরের মন্ত্রীদের সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের তরফে জুবিন সংক্রান্তে যে মন্তব্য করা হচ্ছে সেটাতে তারা অসন্তুষ্ট, পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যবাসীকে সংযম হওয়ার আহবান মুখ্যমন্ত্রীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কিংবদন্তি শিল্পী জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে অসম পুলিশের এসআইটির দুইজনের দল আগামী ২০ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুর পুলিশের সঙ্গে অসম পুলিশের বৈঠক হবে। এরপরেই এই ঘটনা অধিক স্পষ্ট হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে সিঙ্গাপুরের মন্ত্রীদের সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের তরফে জুবিন সংক্রান্তে যে মন্তব্য করা হচ্ছে সেটাতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করে এক্ষেত্রে রাজ্যবাসীকে সংযম হওয়ার আহবান জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত সমুদ্রে জুবিনের মৃত্যুর ঘটনাকে রহস্যজনক বলে মানছে না সিঙ্গাপুর পুলিশ। এদিন জারি করা এক বিবৃতি অনুযায়ী এই ঘটনার প্রারম্ভিক তদন্তের পর জুবিন গর্গের মৃত্যু অস্বাভাবিক নয় বলে জানিয়েছে সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স। তবে তদন্ত সম্পন্ন করতে আরও তিন মাস সময় প্রয়োজন হবে বলে তারা জানিয়েছে। সিঙ্গাপুরের স্টেট কর্নারে প্রেরণ করা হবে। একই সঙ্গে রাজ্যবাসীকে ভুয়া প্রচারে মনোযোগ না দেওয়ার আহবান জানানো হয়েছে। তবে এই ঘটনার জনসমক্ষে তদন্ত হওয়া না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে স্টেট কর্নার। জুবিন গর্গের মৃত্যু কি পরিস্থিতিতে হয়েছিল সেটা জনসমক্ষে তদন্তে জানানো হবে। তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার পর এর প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে বলেও সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স এর তরফে জানানো হয়েছে।

এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত প্রাগজ্যোতিষপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে অংশ নেওয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন সিঙ্গাপুর পুলিশের একটি বিবৃতি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বিবৃতির উপর তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাইছেন না। আগামী ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুর পুলিশ এবং অসম পুলিশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেই বৈঠক থেকে অসম পুলিশ ফিরে আসার পর এই সংক্রান্তে অধিক স্পষ্টভাবে জানা যাবে। বিশেষ করে সিঙ্গাপুর পুলিশ কিভাবে তদন্ত করেছে এছাড়া তদন্তের গতি কি সেই বিষয়গুলো জানা যাবে। ২১ অক্টোবর যেহেতু এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ফলে এই বিষয়ে তিনি অধিক মন্তব্য করতে চাইছেন। সেখানে ওয়ান টু ওয়ান কথা বলার সুযোগ পাবে অসম পুলিশ। ফলে সেখান তারা থেকে ফিরে আসার পর এই বিষয়ে অধিক তথ্য জানা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এদিন সকালে সিঙ্গাপুর সরকার ভারত সরকারকে এমবিসির মারফত এক বার্তা প্রেরণ করেছে। অসম থেকে সিঙ্গাপুরের রাজনৈতিক নেতাদের ফেসবুক, টুইটার কিংবা সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে। এর জন্য তারা এক্ষেত্রে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে। এছাড়া সিঙ্গাপুর সরকার অসীম সরকারকে অনুরোধ করেছে যাতে রাজ্যবাসীকে অনুরোধ করা হয় তারা যেন সিঙ্গাপুরের রাজনৈতিক নেতার ফেসবুক কিংবা টুইটারে এই বিষয়টি উল্লেখ না করেন। যেহেতু এটা রাজ্যের বিষয় ফলে সেটা সিঙ্গাপুর সরকারের রাজনৈতিক নেতাদের সামাজিক মাধ্যমে উল্লেখ করা উচিত নয়। এছাড়া তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সিঙ্গাপুর পুলিশ অসম পুলিশের সঙ্গে কথা বলবে। তিন মাস পর এই মামলার তদন্তের প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করার পাশাপাশি একটি প্রতিলিপি রাজ্যকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আগামী ২০ অক্টোবর অসম পুলিশের প্রতিনিধি দল সিঙ্গাপুর যাবে এবং ২১ অক্টোবর এসডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

জুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে রাহুল গান্ধীর অসম সফরকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

তবে ২৮ দিন পরে জুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে রাহুল গান্ধী সময় পেলেও এটাকে 'দেড় আয়ে দুরস্ত আয়ে' বলে মন্তব্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের সম্পদ জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর উদ্দেশ্যে রাজ্যে এসেছেন রাহুল গান্ধী। তিনি সোনাপুরের কমারকুচিতে জুবিনের সমাধি ক্ষেত্রে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর পাশাপাশি তার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। এবার এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে জুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে রাহুল গান্ধীর এই সফরকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে ২৮ দিন পর জুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে রাহুল গান্ধী সময় পেলেও এটাকে 'দেড় আয়ে দুরস্ত আয়ে' বলে মন্তব্য।

রাহুল গান্ধীর সফর ঘিরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যখন ভারতরত্ন ড০ ভূপেন হাজারিকার মৃত শরীর জাজেস ময়দানে ছিল এবং যখন তাকে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময় সেই দিনগুলোতে কংগ্রেসের কোনো জ্যেষ্ঠ নেতা রাজ্যে আসেননি। এরপর তারা ভূপেন হাজারিকার বাসস্থান নিজরাপারা গিয়ে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু জাজেস ময়দানে ভূপেন হাজারিকার নশ্বর দেহ তিন দিন রাখার পরেও কংগ্রেসের কোনো সর্বভারতীয় নেতা সেই সময় সেখানে আসেননি। তিনি তখন কংগ্রেসে ছিলেন। এই বিষয়টিতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। কারণ সাধারণ জনতা এই বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন জুবিনের মৃত্যুর ২৮ দিন পর তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য সময় পেয়েছেন রাহুল গান্ধী। তবে ২৮ দিন অর্থাৎ বহুদিন চলে গেছে এটা বলা যেতে পারে। তথাপিও তার অসম সফরকে স্বাগত জানাচ্ছেন তিনি। 'দেড় আয়ে দুরস্ত আয়ে' হলেও তিনি এসেছেন। ফলে তার এই সফরকে কেন্দ্র করে তিনি কোনো রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাইছেন না। যেহেতু রাজ্যের প্রাণের শিল্পীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে এসেছেন রাহুল গান্ধী। ফলে তার এই রাজ্য সফরকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

কাকোপথারে ভারতীয় সেনা শিবিরের উপর সন্দেহযুক্ত আলফা জঙ্গিদের আক্রমণ সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

এই আক্রমণের ফলে চারজন সেনা জওয়ান সামান্য আঘাত পেয়েছেন, তারা ইতিমধ্যে ফের ডিউটি জয়েন করেছেন বলে মন্তব্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে ফেল জঙ্গি তৎপরতা। গতরাতে কাকোপথারে ভারতীয় সেনা শিবিরের উপর সন্দেহযুক্ত আলফা জঙ্গি আক্রমণ চালিয়েছে। জঙ্গিদের গ্রেনেড আক্রমণের ফলে চারজন ভারতীয় সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই আক্রমণের ফলে চারজন সেনা জওয়ান সামান্য আঘাত পেয়েছেন। তবে তারা ইতিমধ্যে ফের ডিউটি জয়েন করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত ভারতীয় সেনার তরফে এক প্রেস বিবৃতি পাঠিয়ে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে যে গত মধ্যরাত্রে অজ্ঞাত জঙ্গীরা কাকোপথারে ভারতীয় সেনা শিবিরের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। মূলত চলন্ত বাহন থেকে জঙ্গিরা এই আক্রমণ করেছে। তবে জঙ্গিদের এই আক্রমণের ফলে সেনা শিবিরে কিংবা আশে পাশে থাকা সাধারণ মানুষের কোন ধরনের ক্ষতি হয়নি। তবে ভারতীয় সেনার তরফে অটোমেটিক মরাণস্ত্র দিয়ে এই ঘটনার প্রত্যুত্তর দেওয়া হলেও জঙ্গিরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। এই ঘটনার ফলে কোনো সেনা জওয়ান গুরুতরভাবে আঘাত না পেলেও তিনজন সাময়িক আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনার পর জঙ্গিদের খোঁজে পুলিশের সহযোগিতায় সেনার তল্লাশি অভিযান চলছে বলে জানানো হয়েছে।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন গতকাল মধ্যরাতে আলফা কাকোপথারে ভারতীয় সেনা শিবিরের ব্যাটালিয়নের উপর ব্রেনের নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু এই ঘটনার ফলে কোনো হতাহতের খবর নেই। তবে যে চারজন সেনা জওয়ান সামান্য ভাবে আঘাত পেয়েছিলেন প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারা ফের ডিউটিতে জয়েন করেছেন। কারো বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কয়েকদিন আগে নাগাল্যান্ডেও এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তবে সন্দেহ করা হিসেবে আলফা এবং ম্যায়ানমার থেকে পরিচালিত হওয়া অন্য জঙ্গি সংগঠন গুলোর এটা এক ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছিল। গত কয়েকদিন ধরে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে সেটার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও নজর রেখেছে। আগে বলার মতই তিনি ফের আলফার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন হত্যা এবং হিংসা সমাধানের রাস্তা হতে পারে না। আলোচনার মাধ্যমেই রাজ্যের যে সমস্যা রয়েছে সেটার সমাধান করতে হবে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টুকরো খবর

রামকৃষ্ণ পরম হংসদেবের বাণী ও জন মানবের ব্যক্তিত্বের বিকাশ

তাদের রাজ অতিথ্য দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করা সাংবাদিক এবং জুবিনের ঘটনায় প্রতিজল ভুয়া প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় কমিশনে সরকার এফিডেভিট দাখিল করবে বলে ঘোষণা

পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি অমর নাম,শ্রদ্ধার ও সম্মানের নাম।উনবিংশ শতাব্দীর একটি উজ্বল তারকা,পথ প্রদর্শক, লোকগুরু,চূড়ান্ত মানব প্রেমিক ও মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব।কেউ তাঁকে একজন পাগল ঠাকুর বলেন,কেউ বলেন রানী রাসমণি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দক্ষিনেশ্বর কালী মন্দিরের পূজারী।কেউ বলেন রামকৃষ্ণ একজন মহাপুরুষ,কেউ বলেন একজন উঁচু ধরণের সাধক,কেউ বলেন তিনি একজন অবতার,নররূপী নারায়ণ,কেউ বলেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বর,মানব দেহ নিয়ে লীলা করতে এসেছিলেন,ধর্ম কে রক্ষা করতে এসেছিলেন,পাপী তাপিকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন,মানুষের মনের দ্বন্দ, বিভেদ,অন্ধবিশ্বাস,কুসংস্কার,ধর্মান্ধতা দূর করতে এসেছিলেন।কেউ বলেন তিনি ধর্ম সমন্বয় করতে এসেছিলেন,ধর্মের নামে লড়াই,ঝগড়া,হিংসা,ঘৃণা ও রক্তপাত বন্ধ করতে এসেছিলেন।কেউ বলেন তিনি ত্যাগ দেখাতে এসেছিলেন,ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগাতে ও মানুষ কে ভালোবাসা শিখাতে এসেছিলেন।যার যেমন চোখ,যার যেমন ভাব সে সেইভাবে রামকৃষ্ণ কে দেখেন।প্রকৃত পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের বিস্ময়। এই পৃথিবীতে মানুষ না খেয়ে যত না মরে বা মরেছে তার থেকে বেশি ধর্মের নামে লড়াই করে মরে ও মরেছে।এটা আমার কথা নয় স্বামী বিবেকানন্দের কথা।আমি কোনো ধর্মের নিন্দা বা প্রশংসা করছি না বা ধর্ম বিরোধী কথা বলছি না বা ধর্ম কে আফিম বলছি না,আমি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে এ কথা বলছি।এই পৃথিবীতে কোনো ধর্ম ছোট বা বড় নয় এটা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।ধর্ম মানব জীবনের সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে ধর্ম কে বাদ দিয়ে কোনো কথা চলে না।ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন ও করে দেখিয়েছেন তা যদি আমরা প্রকৃত পক্ষে অনুধাবন করি ও তাঁর পথে হাঁটতে শুরু করি তাহলে ধর্ম নিয়ে লড়াই ঝগড়া ও বিবাদ তো দূর হবেই সাথে সাথে আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে।আমাদের মন পবিত্র,সুন্দর ও উদার হবে।তিনি বলেছেন,,ঈশ্বর এক নাম অনেক।এক রাম তার হাজার নাম।একই ঈশ্বর কে কেউ রাম,কেউ কৃষ্ণ,কেউ হরি,কেউ শিব,কেউ দুর্গা,কেউ কালী,কেউ আল্লাহ আবার কেউ গড বলে।একজন ব্যক্তি যেমন কারো বাবা,কারো স্বামী,কারো দাদা,কারো মামা,কারো বন্ধু,কারো সখা তেমনি একই ঈশ্বর কারো পিতা,কারো মাতা,কারো বন্ধু সখা প্রভৃতি।একটি পুকুরে তিনটি ঘাট।এক ঘাটে হিন্দুরা জল নিচ্ছে বলছে জল,মুসলমানেরা জল নিচ্ছে বলছে পানি ও খ্রিস্টানেরা জল নিচ্ছে বলছে ওয়াটার।একই বস্তু কিন্তু বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন নামে পরিচিত।রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ।বিভিন্ন নদী যেমন বিভিন্ন পথে গিয়ে একই সাগরে মিলিত হয় তেমনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বিভিন্ন পথে ও মতে সাধনা করে একই ঈশ্বর কে লাভ করে।যত মত তত পথ।তাই ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে ঝগড়া করার কিছুই নেই।একজন কে মানো ও অপর জন কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করো।ব্যাকুলতা থাকলে অরুনোদয় হবে ও ভগবান কে পাবে।খুবই দুঃখের বিষয় এই পৃথিবীতে আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না।নিজের ভাব অপরের ঘাড়ে জোর করে চাপাতে চাই।শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কে সকল ধর্ম ও সকল মত পথ কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখিয়েছেন।আমরা যদি শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মের কথাকে মেনে চলি বা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে লড়াই ঝগড়া,বিবাদ,হিংসা ঘৃণা সব দূর হয়ে যাবে।আমাদের মন উদার ও সুন্দর হবে।আমাদের ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশ হবে।এই মাটির পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হলেও তিনি প্রচন্ড ভাবে মানবতাবাদী ছিলেন।তিনি সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বর কে দেখতেন।তাই তিনি বলেছেন,,মাটির প্রতিমায় পুজো হয় আর জ্যান্ত মানুষের পুজো হবে না।যত্র জীব তত্র শিব।জীব সেবাই শিব সেবা।জীবের সেবা করলে শিব বেশি সন্তুষ্ট হবেন।একেবারে নুতন কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।একবার রানী রাসমনির জামাই মথুর বাবুকে ঠাকুর গরিবদের সেবা করার কথা বলেছিলেন তীর্থে যাওয়ার পথে।মথুর বাবু তাতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন।তাতে ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন,, যা শালা তোর পাথরের শিব দেখতে আমি কাশী যাব না।এখানে জ্যান্ত শিব গুলো না খেয়ে মরছে আর তোর পাথরের শিব দেখতে কাশী যাবো।ঠাকুরের যুক্তি শুনে মথুর বাবু গরিবদের সেবা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।কি উদার ও আধুনিক বিচার ধারা ছিলো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের।এর থেকে বড় সাম্যবাদের কথা আর কি হতে পারে।আমরা ভগবানকে কেবল মাত্র মন্দির,মসজিদ,গির্জা ও গুরুদ্বারে খুঁজে বেড়াই ছবি ও মূর্তিতে দেখতে চাই,তিনি যে সর্ব ব্যাপী আছেন,সকল মানুষ ও জীবের মধ্যে আছেন এটা অনুভব করতে পারি না।ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কে নুতন শিক্ষা দিলেন,,জীবের সেবা করলে শিবের সেবা করা হয়,জীব কে ভালোবাসলে শিব কে ভালোবাসা হয়।শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদর্শ ও ভাব ধারাকে আমরা যদি গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে জাতপাত,উচ্চনিচ, ছুঁয়াছুত,ভেদাভেদ কিছুই থাকবে না।আমাদের ব্যক্তিত্ব ঝলমল করে উঠবে। এই পৃথিবীর মানুষ দুটোর পিছনে ছুটছে,এক কামিনী দুই কাঞ্চন।কামিনী অর্থে শুধু নারী নয়,কামিনী অর্থে কামনা ও বাসনা আর কাঞ্চন অর্থে ধন দৌলত,টাকাকড়ি, গাড়ি বাড়ি।সারা জীবন এই দুটোর পিছনে ছুটছি আমরা।আর এরজন্য কি না করছি অপকর্ম,কুকর্ম,দুষ্কর্ম,ছল চাতুরী আরো কত কি।ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন,,এই কামিনী কাঞ্চন ই হলো মায়া।এই নিয়ে মানুষ বেঁহুশ হয়ে আছে।কামিনী ও কাঞ্চন মানুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়।মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।তাই বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু দরকার ততটুকুই করা দরকার তার বেশি নয়।বেশি বাড়াবাড়ি করলেই অশান্তি ভোগ করতে হবে।ঠাকুরের মুল কথা হলো জীবনে সন্তুষ্টি দরকার।যার জীবনে সন্তুষ্টি আছে তার জীবনে শান্তি আছে।ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ঠাকুরের আদর্শ খুবই প্রাসঙ্গিক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতীক।তিনি মানুষ কে ত্যাগ শিখাতে এসেছিলেন।ত্যাগ ছাড়া সমাজের ও দেশের কোনো কাজ সম্ভব নয়।আমরা বিনা স্বার্থে কিছু করতে চাই না,কোথাও যেতে চাই না।কিছু চাই না অথচ কাজ করি এই ভাব আজ মানুষের মধ্যে নেই।তাই ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ জীবনে ও আমাদের ত্যাগের প্রয়োজন।এই ত্যাগের আদর্শ শিখতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী কে অনুধাবন করতে হবে। আমরা মেয়েদের কে খুব খারাপ নজরে দেখি।নারীকে কেবল ভোগের বস্তু বলে মনে করি।আজ যে সমাজে ও পরিবারে এত বেশী নারী নির্য্যাতন ও নারী উৎপীড়ন হচ্ছে তা সবই আমাদের ভোগ বাদী চিন্তার ফসল।শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম নারীদের কে সম্মান দিতে শেখালেন।তিনিই প্রথম বলেছেন,,নারী শুধু ভোগের বস্তু নয়।নারী হলো ভগবতীর রূপ।প্রত্যেক নারীর মধ্যে মা ভগবতী বিরাজ করছেন।তাই নারী নির্য্যাতন করে কেউ রেহাই পায় নি,কেউ সুখী হয় নি।সেজন্য সমাজে নারীর সম্মান হওয়া দরকার।তবে নারীকেও তাদের গরিমা ও আদর্শ কে ত্যাগ করা উচিত নয়।আজকের দিনে আমরা নারী স্বাধীনতা,নারী সমানতা,নারী সম্মান ও নারী সশক্তিকরণের আওয়াজ শুনতে পাই কিন্তু আজ থেকে প্রায় ১৫০ আগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নারীকে সম্মান দেওয়ার কথা বলেছেন ও নারীকে যথাযত সম্মান দিয়ে গেছেন।তিনি তাঁর ধর্ম পত্নী মা সারদাদেবী কে পুজোর আসনে বসিয়ে মাতৃ জ্ঞানে পুজো করে এক ইতিহাস তৈরি করে গেছেন।এর আগে মানব ইতিহাসে এই ঘটনা ঘটে নি।ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাদেবী কে কোনোদিন তুই বলে পর্যন্ত সম্বোধন করেন নি।কোনোদিন কটুকথা বলেন নি।বর্তমান প্রগতিশীল যুগে আজ ও কি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মত নারীকে যথাযত সম্মান দিতে পেরেছি।তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে আমাদের শেখা উচিত নারীকে কেমন ভাবে সম্মান দিতে হয়,কেমন ভাবে শ্রদ্ধা করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন কিন্তু তিনি জাতপাত,ছুঁয়াছুত উচ্চনিচ,ভেদাভেদের বহু উর্ধে ছিলেন।তিনি বাল্যকাল থেকেই জাতপাত মানতেন না।তিনি উপনয়নের সময় নিচু জাতের মেয়ে ধনী কামারিণীকে তাঁর ভিক্ষা মা করেছিলেন।চিনু শাখারির কাছে অন্নগ্রহণ করেছিলেন।পরবর্তী কালে তিনি অব্রাহ্মণ কন্যা রানী রাসমণীর অন্ন গ্রহণ করেছিলেন ও কালী মন্দিরের পূজারী হয়েছিলেন।কায়স্থ নরেন্দ্রনাথ ওরফে স্বামী বিবেকানন্দের এঁঠো খেয়েছিলেন।অব্রাহ্মণ গিরিশ চন্দ্র ঘোষের বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করেছিলেন।এমনি ভাবে বহু উদাহরণ আছে যা অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারবো শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোনো জাতি ভেদ প্রথা ছিলো না।তিনি সকল স্তরের মানুষ কে,সকল ধর্মের মানুষ কে,সকল জাতের মানুষ কে ভালোবাসতেন,আপন করতেন ও কৃপা করতেন। তাই তো তাঁকে বলা হয় সবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই উদার ভাব কে যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহলে মানুষের পৃথিবীটা স্বর্গে পরিণত হয়ে যাবে।জাতপাত নিয়ে এতো ঝগড়া ঝাটি ও বিভেদ থাকবে না।সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই,,শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে তা প্রমান করে গেছেন। আমরা দু চারটে পাশ করে ও ডিগ্রী ধারণ করে নিজেদের উচ্চ শিক্ষিত বলে গর্ব করি,পন্ডিত ও জ্ঞানী বলে অহংকার করি,গর্বে আমাদের পা মাটিতে পড়ে না,আমরা সকল মানুষের সাথে মিশতে পারি না।কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় নিরক্ষর ছিলেন বললেই চলে।কোনো স্কুলে যান নি,কোনো ডিগ্রী ধারণ করেন নি কিন্তু সব শাস্ত্র তাঁর মুখে ছিলো।বড় বড় পণ্ডিত তাঁর তর্ক ও যুক্তির কাছে চুপ হয়ে যেতো যেমন,মহেন্দ্র গুপ্ত,বিদ্যাসাগর,বঙ্কিম চন্দ্র,মাইকেল,ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার,গিরিশ ঘোষ,নরেন্দ্র নাথ,কেশব সেন,বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী আরো অনেকেই তার মধ্যে মুখ্য ছিলেন।সুতরাং বই পড়লেই জ্ঞানী হওয়া যায় না,মূর্খ ব্যক্তিও জ্ঞানী হতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জ্বলন্ত উদাহরন।জ্ঞান অর্জন করতে হয়।শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন,,ঈশ্বর কে জানার নাম জ্ঞান,ঈশ্বর কে না জানার নাম অজ্ঞান।জ্ঞানের আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে।শেখার কোনো বয়স নেই ও সময় নেই।সখী যাবত বাঁচি তাবত শিখি। তাই জ্ঞানের অহংকার করতে নেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে আমাদের তা শেখা উচিত। তাঁর অমৃতময় কথা ও উপদেশ রামকৃষ্ণ কথামৃতে বর্ণিত যা বিজ্ঞান ভিত্তিক,যুক্তি সঙ্গত ও ব্যবহারিক।যা পড়ে আমরা আমাদের জীবন কে তৈরি করতে পারি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন,,চিনিতে বালিতে মেশানো আছে,বালি ছেড়ে চিনি টুকু নিবে।গোলে মালে মাল আছে,গোল ছেড়ে মাল টুকু নিবে।মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুই আছে যা ভালো তা গ্রহণ করবে যা মন্দ তা ত্যাগ করবে।সব সময় মানুষের গুন দেখবে দোষ নয়,দোষে গুনে মানুষ।এমন ইতিবাচক কথা এর আগে কে বলেছিলেন।আমরা সব সময় মানুষের দোষ দেখি গুন নয় আর মন কে মলিন করি।তাই মন কে সুন্দর করার জন্য অপরের দোষ দেখা আমাদের ছাড়তে হবে যা শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন,হাত,পা,মাথা,চোখ, কান থাকলেই মানুষ নয়,,মান সম্মান সম্বন্ধে যার আছে হুঁশ সেই মানুষ।ব্যক্তিত্ব বিকাশে মানুষের মধ্যে এই মান ও সম্মান বোধ থাকা দরকার। সবশেষে বলবো রামকৃষ্ণ কে আপনারা যে ভাবেই মানুন,যে ভাবেই দেখুন তাতে কোনো যায় আসে না কিন্তু তাঁর জীবন দর্শন, তাঁর কথা,তাঁর বাণী, তাঁর উপদেশ ফেলে দেওয়ার নয়,না মেনে উপায় নেই।তাঁর উদার বাণী ও মহান আদর্শ কে যদি আমরা মেনে চলতে পারি তাহলে আমরা একজন প্রকৃত মানুষ হতে পারবো ও আমাদের যথার্থ ই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীর সকল মানুষের প্রেরণা ও আদর্শ।

আফগানিস্তান উপকার ভুলে গেছে ঃ শহীদ আফ্রিদি

লাহৌর ঃ আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের আরগুন জেলায় বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন তিন স্থানীয় ক্রিকেটার। এই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজে না খেলার ঘোষণা দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। সিরিজটি শুরু হওয়ার কথা ১৭ নভেম্বর, পাকিস্তানে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার কথা শ্রীলঙ্কারও।

বিমান হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করার পর আফগানিস্তানকে নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। আফগানিস্তানের জন্য পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের ত্যাগ ও সমর্থনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে আফ্রিদি লিখেছেন, 'পাকিস্তান সব সময় আফগান ভাইদের পাশে থেকেছে, তাদের দুঃখ-কষ্টকে নিজেদের দুঃখ হিসেবে দেখেছে। সীমান্ত খুলে দিয়েছে ভাইদের জন্য। ৪০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আমিও ৩৫০টি আফগান পরিবারের দেখাশোনা করি। তবু খুব দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তান এসব উপকার ভুলে সীমান্তে প্রকাশ্য আগ্রাসন চালিয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সেনারা যথাযথ জবাব দিয়েছে। আফগানিস্তানের ভাবা উচিত, পাকিস্তান তার ভাইপ্রতিম ইসলামি দেশ। সুতরাং আফগানিস্তান এমন কোনো দেশের হাতে যেন ব্যবহৃত না হয়, যে দেশ ইতিমধ্যে পাকিস্তানের ভেতরে সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করছে।'

অন্যদিকে তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়ার পর নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে দেওয়া বিবৃতিতে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, 'আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পাকতিকা প্রদেশের আরগুন জেলার সাহসী ক্রিকেটারদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছে, যাঁরা সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনীর কাপুরুষোচিত হামলার শিকার হয়েছেন।'

ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েও একই বিবৃতিতে বলা হয়, 'মর্মান্তিক এ ঘটনার প্রতিবাদে ও নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আসন্ন ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানকে নিয়ে নভেম্বরের শেষ দিকে এটি খেলার কথা ছিল।'

তবে ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, আফগানিস্তান না খেললেও সিরিজ নির্ধারিত সময়েই (১৭ থেকে ২০ নভেম্বর) আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তারা ইতিমধ্যে বিকল্প দল খুঁজতে অন্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। পিসিবির এক কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমটিকে বলেছেন, 'আফগানিস্তান সরে দাঁড়ানোর পরও ত্রিদেশীয় সিরিজ নির্ধারিত সময়েই হবে। আমরা বিকল্প খুঁজছি, চূড়ান্ত হলে ঘোষণা দেওয়া হবে।'

নেইমার কি ফিরতে পারবেন ব্রাজিল জাতীয় দলে

প্যারিস ঃ ধাক্কাটা দিয়েছিলেন উরুগুয়ের মিডফিল্ডার নিকোলাস দে লা ক্রুজ। সেই ধাক্কার তীব্রতা এতটাই যে দুই বছরের মধ্যে জাতীয় দলে ফিরতে পারলেন না নেইমার! ব্রাজিলের সমর্থকেরা কিছুদিন আগপর্যন্তও হয়তো এভাবে ভেবেছেন। কিন্তু ভাবনাটা পাল্টেছে কিংবা দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে। তারিখটা ২০২৩ সালের ১৮ অক্টোবর। উরুগুয়ের সেন্টেনারিও স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে স্বাগতিকদের মুখোমুখি ব্রাজিল। ৪৪ মিনিটে দে লা ক্রুজের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে ব্যথায় কাতরাতে থাকেন নেইমার। স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন কাঁদতে কাঁদতে। ব্রাজিলের জার্সিতে সেটাই ছিল নেইমারের শেষ দৃশ্য। পরে জানা গেল, বাঁ পায়ের লিগামেন্ট এবং মিনিসকাসিস ছিঁড়ে গেছে, মারাত্মক এসিএল চোট। তখন সবাই জানতেন, খুব দ্রুতই মাঠে ফেরা হচ্ছে না নেইমারের। প্রশ্ন উঠেছিল, তাঁর জাতীয় দলে ফেরার প্রক্রিয়াটা কি হবে?

সেই চোটের দুই বছর পূর্ণ হলো আজ।

জাতীয় দলে ফেরা দূর অস্ত, নেইমারের মাঠে ফেরা নিয়েই এখন অনেকে শঙ্কায় ভুগছেন। বারবার চোট পেলেও যেহেতু ফেরার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন, তাই নেইমার হয়তো একদিন মাঠে ফিরবেন। কিন্তু এর মধ্যেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নও লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে নানেইমার কি আর কখনো ব্রাজিলের জার্সিতে ফিরতে পারবেন? এমন না যে নেইমারকে ছাড়া ব্রাজিল জাতীয় দল খুব ভালো করছে, তাই দলে তাঁর জায়গা নেই। ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বারবার বলেছেন, নেইমারের জন্য 'জাতীয় দলের দরজা খোলা'। তবে একটি শর্তও বেঁধে দিয়েছেন, জাতীয় দলে ফিরতে নেইমারকে 'পুরোপুরি ফিট হতে হবে'যা গত দুই বছরে হয়নি। অথচ বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় শুরু হবে ২৩তম ফিফা বিশ্বকাপ। চলতি মাস থেকে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রীতি ম্যাচ খেলতে শুরু করেছে ব্রাজিল। আগামী মাসেও আফ্রিকান দুটি দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ আছে। এ দুটি ম্যাচেও নেইমারকে ব্রাজিল জাতীয় দলে না দেখার সম্ভাবনাই বেশি। ওদিকে আনচেলত্তি জানিয়ে দিয়েছেন, এসব প্রীতি ম্যাচ থেকেই তিনি বিশ্বকাপের দল চূড়ান্ত করবেন, আগামী মার্চের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে একাদশও। নেইমারকে ছাড়া ব্রাজিল যে একদম খারাপ করছে, তা নয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভিনিসিয়ুস-রাফিনিয়ারা 'দশে মিলে করি কাজ' মানসিকতায় খেলছেন। প্রমাণ দিচ্ছে পরিসংখ্যানউরুগুয়ের বিপক্ষে নেইমার সেই চোট পাওয়ার পর ব্রাজিল এ পর্যন্ত ২৪ ম্যাচ খেলেছে। ১০ জয়ের পাশাপাশি ৮ ড্র, হার বাকি ৬টিতে। ব্রাজিল এ সময়ে গোল করেছে ৩৭টি। নেইমার মাঠে থাকতে একসময় শুধু তাঁর-ই ওপর ভরসা করত ব্রাজিল। এখন তাঁর অনুপস্থিতিতে গোল করার কাজটা ভাগ করে নিয়েছেন অন্যরা। এই দুই বছরে ব্রাজিলের হয়ে পাঁচটি করে গোল করেছেন রাফিনিয়া, ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগো। মাঝমাঠে লুকাস পাকেতা ও ব্রুনো গিমারেস তিনটি করে গোল বানিয়েছেন। অর্থাৎ, নেইমারকে ছাড়া একদম অচল হয়ে পড়েনি ব্রাজিলের আক্রমণভাগ। এ পরিস্থিতিতে ৩৩ বছর বয়সী নেইমার ব্রাজিলের জাতীয় দলে ফিরতে পারবেন কি নাসেই প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ ক্লাব ফুটবলে অন্তত নিয়মিত মাঠে নামলে তাঁকে জাতীয় দলের জন্য বিবেচনা করতে পারতেন আনচেলত্তি। ইতালিয়ান কোচের হাতে সেই সুযোগও নেই। কেন নেইসেই প্রমাণ দিচ্ছে 'ও গ্লোবো'র পরিসংখ্যান। সর্বশেষ ৭৩১ দিনের মধ্যে চোটের কারণে ৫২৯ দিনই মাঠের বাইরে নেইমার। অর্থাৎ চোটের কারণে এ সময় ৭২ শতাংশ সময়ই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। উরুগুয়ের বিপক্ষে সেই চোটের পর আর্থ্রোস্কোপিক অস্ত্রোপচারের কারণে প্রায় এক বছর মাঠের বাইরে থাকতে হয় নেইমারকে। তখন তাঁর ফেরা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেননি। এসিএল চোট থেকে সেরে উঠতে যে দীর্ঘ সময় লাগে, তা মোটামুটি সবারই জানা। কিন্তু পরের ১২ মাসে নতুন নতুন চোটে বারবার মাঠের বাইরে ছিটকে পড়েছেন নেইমার। গত বছর অক্টোবরে চোট সারিয়ে আল-হিলালে ফেরার পর আরও চারবার চোটে পড়েছেন, মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে ১৬২ দিন। এরপর নেইমার স্বদেশি ক্লাব সান্তোসে ফিরলেন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। তাঁর ফেরার পর থেকে সান্তোস খেলেছে ৩৭ ম্যাচ, নেইমারকে পেয়েছে ২১ ম্যাচে। ৬ গোল করেছেন, করিয়েছেন ৩টি। গত মে মাসে ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেন আনচেলত্তি। এ পর্যন্ত তিনবার তিনি জাতীয় দলের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে শুধু একবার নেইমার খেলার মধ্যে থাকলেও আনচেলত্তি তাঁকে দলে ডাকেননি। আনচেলত্তি তখন কারণ হিসেবে নেইমারের পূর্ণ ফিটনেস ফিরে না পাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু নেইমার বলেছিলেন, তাঁর চোট নেই এবং আনচেলত্তির সিদ্ধান্তটি কৌশলগত। পরে আনচেলত্তিও বলেন, 'এটা ছিল কৌশলগত সিদ্ধান্ত, যা অনেক কিছু ভেবে নিতে হয়েছে।' প্রশ্ন হলো, আনচেলত্তির এই কৌশলগত সিদ্ধান্তের সঙ্গে কি নেইমারের পূর্ণ ফিটনেস ফিরে না পাওয়ার ব্যাপারটিও জড়িত? 'ও গ্লোবো'র কলামিস্ট কার্লোস এদুয়ার্দো মানসুর এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'মানুষ অনেক সময় ভুল বোঝে। শারীরিকভাবে সুস্থ, কোনো চিকিৎসা নিতে হচ্ছে নাএই ব্যাপারটির সঙ্গে লোকে পুরো ৯০ মিনিট খেলার মতো ফিট থাকার বিষয়টি গুলিয়ে ফেলে। নেইমার তো আগেই এটা প্রমাণ করেছেন, কিন্তু এই পারফরম্যান্স (ব্রাজিল দলে ফেরায়) তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলতে পারেনি। পারফরম্যান্স দিয়ে বোঝাতে পারেননি তিনি শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবল খেলতে প্রস্তুত। ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর পারফরম্যান্স প্রভাব ফেলার মতো নয়।' ব্যাপারটি আরেকটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ফুটবলে 'শারীরিকভাবে ফিট' কথাটার অন্য একটি অর্থ আছেকৌশলগতভাবে নিজের খেলা দিয়ে ম্যাচে প্রভাব ফেলা। শারীরিক সুস্থতা এবং কৌশলগতভাবে খেলার দক্ষতাএ দুটি বিষয় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। সহজ কথায়, নেইমারকে শারীরিকভাবে এমন অবস্থায় থাকতে হবে যেন তাঁর মতো খেলোয়াড় ঠিক যেভাবে খেলতে চায়, সেভাবে খেলতে পারে। নেইমারের মতো একজন বল-প্লেয়ার যখন ড্রিবলিংয়ে বারবার ব্যর্থ হন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে দৌড়ে পেরে ওঠেন না, বল ছাড়া মুভমেন্টে সতীর্থরা তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারেন নাতখন এই প্রশ্ন তো ওঠাই স্বাভাবিক যে এমন পারফরম্যান্স ব্রাজিল জাতীয় দলের কি উপকারে আসবে?

নারী বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং কি ঠিকঠাক হচ্ছে

লন্ডন ঃ চলমান নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপে আম্পায়ারিংয়ের মান নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। টুর্নামেন্টের প্রথম দুই সপ্তাহে বেশ কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত দেখা গেছে। প্রশ্ন উঠেছে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেমের (ডিআরএস) ব্যবহার নিয়েও। মেয়েদের ক্রিকেটে ডিআরএস সীমিতভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই অনেক আম্পায়ার এ প্রযুক্তি ব্যবহারে অনভ্যস্ত।

নারী বিশ্বকাপে তৃতীয় আম্পায়ারের সবচেয়ে আলোচিত ভুল পদক্ষেপগুলোর একটি দেখা গেছে ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের ম্যাচে। ইংল্যান্ড অধিনায়ক হিদার নাইট ১৩ রানে ব্যাট করছিলেন, দল তাড়া করছিল ১৭৯ রানের লক্ষ্য। নাইট ফাহিমা খাতুনের বলে কাভারে স্বর্ণা আক্তারের হাতে ধরা পড়েন। নাইট নিজেই প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটা শুরু করেছিলেন, কিন্তু টিভি আম্পায়ার গায়ত্রী ভেনুগোপালন রিপ্লে দেখে জানান, প্রমাণ অকাট্য না হওয়ায় এটা আউট নয়। এর আগেও নাইটের কট বিহাইন্ডের একটি সিদ্ধান্ত বাতিল করেন তৃতীয় আম্পায়ার। তার মতে, বলটি নাইটের প্যাডে লেগে উইকেটকিপারের হাতে গেছে, তাই আউট নয়।

নাইটের সরল স্বীকারোক্তি নিয়ে সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক নাসের হুসেইন বলেন, 'সেই সন্ধ্যায় আমি একটি উপস্থাপনা করেছিলাম এবং হিদার নাইটের সঙ্গে বিষয়টি ভাগ করেছি, বিষয়টি নিয়ে সে বেশ অকপটই ছিল। সে বলেছে, আমি ভাবছিলাম আমি আউট, তাই হাঁটতে শুরু করেছিলাম। জীবনে কখনো এতবার আউট হয়েও টিকে থাকিনি। সেদিন সে ৬০ বা ৭০ (৭৯) রান করে অপরাজিত থেকে ম্যাচ জিতিয়ে দেয়। এটা সত্যি কষ্টদায়ক (প্রতিপক্ষের জন্য)।'

ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচে পাকিস্তানের ওপেনার মুনিবা আলী রানআউট হলে প্রথমে টিভি আম্পায়ার নট-আউট দেখান। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টে আউট ঘোষণা করেন। টিভি আম্পায়ার কেরিন ক্লাসটে প্রথমে সব ফুটেজ না দেখে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, পরে বাড়তি রিপ্লে দেখে বুঝতে পারেন রান আউট। শেষ পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত দিলেও মাঝে বেশ বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এমনকি মুনিবা ও পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানা চতুর্থ আম্পায়ারের কাছ থেকে এর ব্যাখ্যাও চান।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে সুনে লুইসের বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদনে আম্পায়ারের নট-আউটের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে রিভিউয়ের আবেদন করে ভারত। তৃতীয় আম্পায়ার ক্যান্ডেস লা বোর্ডে দাবি করেন, আলট্রা এজে ক্ষীণ শব্দ শুনেছেন, যা প্রমাণ করে যে বল ব্যাটে লেগেছে। যদিও পাশ থেকে দেখানো রিপ্লেতে বোঝা যাচ্ছিল বল ব্যাট থেকে দূরে ছিল। তবু লুইসকে নট আউট দেওয়া হয়।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচেও বিতর্ক

ভারত-অস্ট্রেরিয়া ম্যাচে অ্যালিসা হিলির ক্যাচ ধরেছিলেন স্নেহ রানা। টিভি আম্পায়ার জ্যাকুলিন উইলিয়ামস প্রথমে বলেন, 'বল মাটি ছুঁয়েছে', পরে মত বদলে ক্যাচ আউট দেন। ধারাভাষ্যকার নাসের হুসেইন বলেন, 'তৃতীয় আম্পায়ার ১৫টি আলাদা রিপ্লে বা জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণ করেননি। তিনি কেবল কয়েকবার রিপ্লে দেখেই, নিজের অনুমানের ওপর ভর করে সিদ্ধান্ত নিলেনআঙুলগুলো বলের নিচে চলে গেছে, তাই আউট। বিষয়টা আমাকে ঘরে বসে বা সম্প্রচারে দেখার সময় সবসময় চিন্তায় ফেলেই। রিপ্লে যত দেখবেন, তত ছোটখাটো বিষয় ধরা পড়বে, তাই সঠিক ও সতর্ক সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।'

অভিজ্ঞতার অভাব

চলমান নারী বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ১০ জন তৃতীয় আম্পায়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের মধ্যে মাত্র ৩ জনের ২০টির বেশি ম্যাচে ডিআরএস ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। সেই তিনজন হলেন সু রেডফার্ন (৪২ ম্যাচ), এলোয়িজ শেরিডান (২৫), এবং কিম কটন (২৪)। অন্য দিকে লা বোর্ডে আগে কখনো আন্তর্জাতিক ম্যাচে ডিআরএসসহ তৃতীয় আম্পায়ার হিসেবে কাজ করেননি। আর জানানি ও ডামবানেনাভার অল্প কিছু ম্যাচে ডিআরএস ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই বিশ্বকাপে দায়িত্ব পাওয়া ১০ জন টিভি আম্পায়ারের মধ্যে ৫ জনের ডিআরএস ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ছিল পাঁচটিরও কম আন্তর্জাতিক ম্যাচে। এ ছাড়া ভেনুগোপালন এবং ক্লাসটেও ডিআরএস পরিচালনায় অনভিজ্ঞ।

আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত উল্টে যাওয়ার হার বেশি

এবারের নারী বিশ্বকাপে অন্যান্য প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার তুলনায় মাঠের সিদ্ধান্ত উল্টে দেয়ার হার (রিভিউ ব্যবহার করে) বেশি দেখা গেছে। এই বিশ্বকাপে ৩৬টি ইনিংসে মাঠে নেওয়া ২৫টি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে, যার মানে প্রতি ইনিংসে গড়ে ০.৬৭টি সফল রিভিউ দেখা গেছে। ২০২৩ সালের এশিয়ায় অনুষ্ঠিত ছেলেদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রতি ইনিংসে সফল রিভিউয়ের হার ছিল ০.৪৬টি। অর্থাৎ এবার সিদ্ধান্ত বদলে দেওয়ার হার ছেলেদের সেই বিশ্বকাপের তুলনায় অনেক বেশি।

আইসিসির নীরবতা

আইসিসি এখনো পর্যন্ত আম্পায়ারদের ডিআরএস-অভিজ্ঞতা বা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। আইসিসির আম্পায়ার ম্যানেজার শন ইজি কয়েকটি ম্যাচ ভেন্যুতে উপস্থিত থাকলেও কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টজুড়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণে তাড়াহুড়া নারী বিশ্বকাপের আম্পায়ারিংয়ে মান নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে।

শাহজালাল বিমানবন্দরে কার্গো ভিলেজে আগুন

ঢাকা ঃ ঢাকার হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লেগেছে। আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসে ৩৭টি ইউনিট। যোগ দিয়েছে সিভিল এভিয়েশন ও বিমান বাহিনীর ফায়ার ইউনিউও।

আগুনের কারণে সাময়িকভাবে সব ধরনের বিমান চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। ঢাকাগামী ফ্লাইটগুলো চট্টগ্রাম ও সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিরাপত্তাজনিত কারণে ঢাকাগামী কয়েকটি ফ্লাইট বিকল্প রুটে পাঠানোর কথাও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা কয়েকটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটও বিমানবন্দরে আটকে রয়েছে বলে জানা গেছে।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কর্মরত এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, আগুন লাগার পরপরই দুর্ঘটনা এড়াতে হ্যাঙ্গারে থাকা কয়েকটি বিমান কিছুটা দূরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতেও দেখেছেন তিনি।

এদিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, বেলা সোয়া দুইটার দিকে বিমানবন্দরটির আট নম্বর গেইট সংলগ্ন কার্গো ভিলেজে আগুনের সূত্রপাত।

বিমানবন্দরে আগুনের খবর পেয়ে প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম। একে একে ৩৭টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়।

দুপুরের পর এই ঘটনার কয়েকটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। যেখানে দেখা যায়, কার্গো ভিলেজে লাগা এই আগুনে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে পুরো এলাকা। ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি বিমানবন্দরের কর্মীদেরকেও আগুন নেভানোর কাজ করতে দেখা যায়।

বিমানবন্দর এলাকায় থাকা কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, কার্গো ভিলেজের বাইরে বিপুল সংখ্যক উৎসুক জনতা ভিড় করেছে। বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে মাইকিং করে উৎসুক জনতাকে সরে যেতে বলা হচ্ছে।

হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উত্তর-পূর্ব অংশের কার্গো ভিলেজে আগুনের সূত্রপাত। জানা গেছে, ওই অংশে দেশের বাইরে থেকে আমদানি হওয়া পণ্য মজুদ করে রাখা হতো। তবে, কিভাবে আগুন লেগেছে সেটি এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

তবে আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত একজন ফায়ার ফাইটার গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আগুনের পাশাপাশি কার্গো ভিলেজের ওই অংশে থাকা কয়েকটি ড্রাম বিস্ফোরিত হতে দেখেছেন তিনি।

আগুন নেভানোর সময় তীব্র ধোঁয়া ও প্রচন্ড গরমে ফায়ার সার্ভিসের কয়েকজন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেও জানান ওই ফায়ার ফাইটার।

ঘটনাস্থল থেকে প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, দুপুরের পর আট নম্বর গেইটের কাছে কার্গো ভিলেজ থেকে ধোঁয়া দেখতে পান তারা। এরপর দ্রুতই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

গণমাধ্যমে পাঠানো বেসামরিত বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের একটি বার্তায় জানানো হয়েছে, দুপুর সোয়া দুইটার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আকস্মিকভাবে আগুনের ঘটনা ঘটে।

তারা বলছে, ঘটনার পরপরই বিমানবন্দর ফায়ার সেকশন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফায়ার ইউনিট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সম্মিলিতভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যক্রম শুরু করে। পরিস্থিতি বিবেচনায় হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সব ধরনের বিমান চলাচল সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ কাউছার মাহমুদ বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেছেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। আপাতত ফ্লাইট অপারেশন বন্ধ রাখা হয়েছে।

শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণের অপেক্ষায় থাকা কয়েকটি ফ্লাইট চট্টগ্রাম ও সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডাইভার্ট করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এদিকে, আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ পরিদপ্তর বা আইএসপিআরের পক্ষ থেকে এক বার্তায় জানানো হয়, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নি নির্বাপণে কাজ করছে বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশনসহ বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দুটি ফায়ার ইউনিট।

এছাড়া শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীও।

তরুণদের মধ্যে কীভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল সিরিজ নাটক 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'

ঢাকা ঃ ঢাকা শহরের একটা অ্যাপার্টমেন্ট, যেখানে বিভিন্ন বয়সী কয়েকজন তরুণের বসবাস যারা উঠে এসেছেন মফস্বল থেকে। তাদের জীবনের নানা ঘটনা আর তাদের ঘিরে আশপাশের মানুষজনের প্রতিদিনের জীবন-যাপন, মোটাদাগে এটাই দীর্ঘ ধারাবাহিক 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'-এর গল্প। এই সময়ের তরুণদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে সিরিজটি। চারটি মৌসুম শেষে এখন প্রচারিত হচ্ছে পঞ্চম মৌসুম। ২০১৭ সাল থেকে শুরু হয়ে সিরিজটি চলছে দীর্ঘ আট বছর ধরে।

এই নাটকের জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে গেছে যে, একেকটি নতুন সিজনের দাবিতে তরুণদের টিভি চ্যানেলের অফিসের সামনে মানববন্ধনের ঘটনাও ঘটেছে। সামাজিক মাধ্যমে হয়েছে প্রচুর লেখালেখি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালের ক্যাম্পাসে হয়েছে মিছিলও।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এমন দর্শক চাহিদার কারণেই টানা নয় বছর ধরে চলছে এই সিরিজ।

যেভাবে শুরু

''সময়টা ২০১৭। এমন একটা সময়ে ব্যাচেলর পয়েন্ট সিরিজের যাত্রা, যখন আসলে একটা সিরিয়াল না করলে পরিচালকদের সেভাবে নতুন কোনো কাজ পাওয়ার সুযোগ ছিল না। পরিচালক হিসেবে গণ্য করা হতো না,'' এমন মন্তব্য ব্যাচেলর পয়েন্ট নির্মাতা পরিচালক কাজল আরেফিন অমির।

তিনি বলেন, ''ওই সময় ক্যারিয়ার নিয়ে এমন সংকটে পড়েছিলাম যে হয় সিরিয়াল করতে হবে, না হয় এই পেশাই বদলাতে হবে। আবার ওই সময় এমন সব সিরিয়াল বা ধারাবাহিকের প্রস্তাব আসতো যেগুলোর শুটিং করতে হবে দেশের বাইরে।''

''আমার তখন মনে হতো, দেশের বাইরে বিশেষ করে থাইল্যান্ড-নেপাল গিয়ে আমি কীভাবে নাটক নির্মাণ করবো? আমি বড় হয়েছি ঢাকা শহরে, আমি এই শহরের বা এই দেশের গল্প বলতে চাই। তাই অপেক্ষা করছিলাম সময় ও সুযোগের,'' তিনি বলেন।

তখন দেশের সিরিয়াল করা নিয়ে অমির আলাপ হয় প্রযোজক সৈয়দ ইরফান উল্লার সঙ্গে। তিনিই অমিকে সুযোগ করে দেন বেসরকারি টিভি চ্যানেল নাইনে একটা সিরিয়াল করার। বাজেট, প্রচার সময় সবই চূড়ান্ত হয়। কিন্তু গল্প?

পরিচালক কাজল আরেফিন অমি বলেন, ''আমি ঢাকায় বড় হয়েছি। এখানেই পুরো পরিবার। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিভিন্ন ব্যাচেলর বন্ধুদের বাসায় যাওয়া-আসা ছিল। সেইসব বন্ধুদের জীবন থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মাণ শুরু করি ব্যাচেলর পয়েন্ট।''

শুরুতে ১০৪ পর্ব হওয়ার কথা থাকলেও বেশ কিছু জটিলতায় ৫৩ পর্বে বন্ধ হয়ে যায় সিরিয়ালটি।

অমি জানান, ''বন্ধ হওয়ার কারণটা আমিও বুঝতে পারিনি। তবে ওই ৫৩ পর্বই অনেকে পছন্দ করেন। তখন অবশ্য ফেসবুক বা ইউটিউবে নাটকের এমন দাপট ছিল না। কিন্তু আমরা জনপ্রিয়তা টের পেতে থাকি।''

মানববন্ধন-দাবি-দাওয়া

কাজল আরেফিন অমি জানান, ২০১৭ সালে নাটকটি শুরু হলেও ৫৩ পর্ব শেষ হয় ২০১৮ সালে। তখনও এই দেশে সামাজিক মাধ্যমে 'ভাইরাল' ব্যাপারটি সেভাবে শুরু হয়নি। এমনকি পরিচালকসহ পুরো টিম 'সিজন' বিষয়টার সঙ্গেও অতটা পরিচিত ছিলেন না। তাই সেরকম কোনো চিন্তা ছিল না। কিন্তু এরমধ্যে ঢাকার বাইরের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মানববন্ধনের খবর পান অমি। খবর পান মিছিলেরও। মানববন্ধনের বিষয় ছিল- 'ব্যাচেলর পয়েন্ট আবার ফেরত চাই'। রীতিমতো ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে মানববন্ধন। তারপর নড়ে চড়ে বসেন পরিচালকসহ পুরো টিম। কিন্তু চ্যানেলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সেটা আর আগায় না। কিন্তু ভক্তরা থেমে থাকেননি। জানা যায়, ওই সময় পুরান ঢাকার একদল তরুণ 'ব্যাচেলর পয়েন্ট' নামে একটা গ্রুপ খোলেন ফেসবুকে। তারপর ব্যাচেলর পয়েন্ট ভক্তরা একত্রিত হন এবং একদিন চ্যানেল নাইন ঘেরাও করেন তারা। তাদেরও দাবি ছিল 'ব্যাচেলর পয়েন্ট' আবার শুরু করা। বিষয়টি নিয়ে কথা হয় চ্যানেল নাইনের ওই সময়ের অনুষ্ঠান প্রধান তানভীর খানের সঙ্গে। তিনি বলেন, ''৫২ বা ৫৩ পর্বের পর ওই সময় চ্যানেল নাইনে সিরিয়ালটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন সিরিয়ালটির ভক্তরা মিলে আমাদের চ্যানেলের সামনে মানববন্ধন করেন। তবে পুরো ব্যাপারটি ইতিবাচক ছিল। তখন তাদের দাবি ছিল আবার যেন সিরিয়ালটি চালু করা হয়।'' এদিকে ব্যাচেলর পয়েন্ট জনপ্রিয়তার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, ''আমার অভিজ্ঞতা বলে এবং ওই সময়ই আমি বুঝতে পারছিলাম যে মানুষ শর্ট কনটেন্ট পছন্দ করছেন। একই সঙ্গে 'র' কনটেন্ট। অনেক সাজানো গোছানো-স্ক্রিপ্টেট কনটেন্টের চেয়ে 'র' কনটেন্ট বেশি দেখছে। তাছাড়া মধ্যবিত্ত তরুণদের কনটেন্টও মানুষ দেখছে। এর সবকিছুই ব্যাচেলর পয়েন্ট এ আছে।'' তবে চ্যানেল নাইনে আলাপ এগোলেও পরের সিজনগুলো প্রচার হয় বাংলাভিশন এবং ধ্রুব টিভি নামের ইউটিউব চ্যানেলে। ধ্রুব টিভির স্বত্বাধিকারী ধ্রুব গুহ জনপ্রিয়তার কারণ সম্পর্কে বলেন, ''খেয়াল করে দেখবেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ১৮ থেকে ৩৫ বছর তরুণ-তরুণী বেশি। তো যতক্ষণ তারা এটা দেখেন ততক্ষণ তারা সবকিছু ভুলে গিয়ে একটা মজা পায়, বিনোদন পায়।''

সহকারী থেকে অভিনেতা

ব্যাচেলর পয়েন্ট সিরিজে অভিনয় করে অনেক অভিনেতা তুমুল জনপ্রিয় হয়েছেন। তবে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে কাবিলা চরিত্রে অভিনয় করা জিয়াউল হক পলাশ এবং শিমুল চরিত্রে অভিনেতা শিমুল শর্মার বেলায়।

দুজনই এসেছিলেন পরিচালক কাজল আরেফিন অমির সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করতে। সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার সময়ই এবং ব্যাচেলর পয়েন্ট শুরু করার আগে পলাশ দু-চারটা নাটকে 'পাসিং শটে' অভিনয় করেছেন। আর ব্যাচেলর পয়েন্ট সিরিজের শুরু থেকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে।

অমি বলেন, ''পলাশ এসেছিল সহকারী পরিচালক হতে। ওর ধ্যানজ্ঞান নির্মাণ নিয়ে। কিন্তু টুকটাক অভিনয় করতে দিলেও দারুণ করে। তখনই চিন্তা করি বড় কোনো সিরিয়াল করলে ওকে কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবো। এই কারণেই ওকে ওই চরিত্রে নেওয়া।''

শুধু পলাশ নয়, সহকারী পরিচালক হিসেবে অমির সঙ্গে কাজ করতে এসেছিলেন শিমুল শর্মাও। এখন পুরোদস্তুর অভিনেতা হয়েছেন। জনপ্রিয়তাও পেয়েছেন বেশ।

শিমুল সম্পর্কে অমি বলেন, ''ব্যাচেলর পয়েন্ট শুরু করার সময় আমার সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করে শিমুল। তখন অন্যান্য নাটকে একটা দুটা সিন করতো। তৃতীয় সিজন থেকে ওকে পুরোদমে ব্যাচেলর পয়েন্টের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে যুক্ত করি।''

আছে সমালোচনাও

ব্যাচেলর পয়েন্ট সিরিজটি নিয়ে কিছু সমালোচনাও শোনা যায়। অনেকে অভিযোগ করেন, এখানে কিছু অশ্লীল বক্তব্য বা আচরণ দেখা যায়।

সেসব নিয়ে প্রযোজক ধ্রুব গুহ বলেন, ''আসলে নাম হলো ব্যাচেলর পয়েন্ট। মানুষ ব্যাচেলর থাকার সময় জীবন অতটা গোছানো থাকে না। সেগুলো নাটকেও চলে আসে অনেক সময়। সমালোচনা-আলোচনা সবকিছুই থাকে।''

তবে সমালোচনার জবাব দেন পরিচালক অমি। তিনি বলেন, ''২০১৭ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত একটা কনটেন্ট টেনে নিয়ে এসেছি। দর্শকেরাও কুইক রেসপন্স করেন। তো এটার মধ্যে কিছু না কিছু তো আছে।''

''অনেকে দাবি করেন, ব্যাচেলর পয়েন্ট অশ্লীল। কিন্তু সবগুলো সিজনের প্রতিটি পর্ব দেখুন, কোথাও কোনো এডাল্ট (প্রাপ্ত বয়স্ক) শট পাবেন না। শুধু তাই না, কোনো ছেলে মেয়ের হাত ধরা দৃশ্য পাবেন না,'' যুক্ত করেন অমি।

তবে ডাবল মিনিং সংলাপ নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়। এমন আলোচনা ও অভিযোগের জন্য ২০২২ সালে সিজন ৪ এর বেশ কয়েকটি পর্ব ইউটিউব থেকে নামানোর কথা শোনা গেছে। এছাড়া অভিনয়শিল্পীদেরও ফেসবুকের মাধ্যমে ক্ষমা চাইতে হয়েছে।

কত দূর যাবে ব্যাচেলর পয়েন্ট?

পঞ্চম সিজনে এসে ব্যাচেলর পয়েন্ট প্রথমবার প্রচার হচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গ বিডিতে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যয় করে দেখতে হচ্ছে নাটকটি।

কেমন সাড়া পাচ্ছেন জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির টিফ কনটেন্ট অফিসার মুশফিকুর রহমান বলেন, আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল তার চেয়ে বেশি সাড়া পেয়েছি।''

বাংলাদেশে প্রতিবছর কয়েকশো নাটক ও সিরিজ তৈরি হয়। কিন্তু কেন এই নাটকটি এত জনপ্রিয়তা পেয়েছে? এর পেছনে আসলে কী কাজ করেছে?

এই প্রসঙ্গে নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা তারিক আনাম খান বলেন, ''পরিচালক কাজল আরেফিন অমি দর্শকের পালসটা বুঝে সেভাবেই নির্মাণ করেছে। পাশাপাশি বলবো কমার্শিয়ালী সাকসেসফুল করাও যোগ্যতার ব্যাপার। এটা নিয়ে অভিযোগও শোনা যায়, তবে খুব ভালগার কিছু থাকলে দর্শকই রিজেক্ট করতো। আপামর দর্শক যেহেতু দেখছে তাই আমার মনে হয় কনটেন্টের নিজস্ব একটা গুণ আছে।''

টানা আট বছরে পাঁচটি সিজন আসার সঙ্গে বেড়েছে বাজেটও। পরিচালক অমি জানান, প্রথম সিজনের জন্য বাজেট ছিল প্রতি পর্বের জন্য ৫৫ হাজার টাকা। সেই তুলনায় এখন প্রতি পর্বে বাজেট বেড়েছে ১২ থেকে ১৩ গুণ।

শুধু নাটকের বাজেট বেড়েছে এমন নয়, অভিনয়শিল্পীদের রেমুনারেশনও বেড়েছে। তারা আগে বাইরে যে সম্মানি তে কাজ করেছেন এখন তারা বাইরে কয়েকগুণ বেশি সম্মানি পান,'' বলেন অমি।

কত সিজন পাড়ি দেবে ব্যাচেলর পয়েন্ট জানতে চাইলে পরিচালক বলেন, ''যতদিন ব্যাচেলর পয়েন্ট মানুষ চাইবে, ভালোবাসবে- ততদিন চলবে। তবে আমি ঠিক জানি না কোথায় ফুলস্টপটা দেবো।''

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
19.10.2025

মহাকালের শক্তি মহাকালিকা

রাঁচি ঃ কালী পূজা, যা শ্যামা পূজা বা মহানীশা পূজা নামেও পরিচিত ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে উদ্ভূত একটি উৎসব , যা হিন্দু দেবী কালীকে উৎসর্গ করা হয়। এটি হিন্দু ক্যালেন্ডার মাসের অশ্বায়ুজা (অমন্ত ঐতিহ্য অনুসারে) অথবা কার্তিক (পূর্ণিমন্ত ঐতিহ্য অনুসারে) অমাবস্যা তিথিতে (দীপান্বিতা অমাবস্যা) পালিত হয়। এই উৎসবটি পশ্চিমবঙ্গের তমলুক, বারাসত, নৈহাটি এবং কলকাতা অঞ্চলে এবং মিথিলা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আসাম এবং ত্রিপুরার মতো অন্যান্য স্থানে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সাথে।

মধ্যযুগের শেষের দিকে সংস্কৃত গ্রন্থে কালীর বর্ণনা অন্যান্য দেবীদের সাথে তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়। ১৭ শতকে তিনি স্থানীয় ভাষায় মঙ্গলকাব্যে আবির্ভূত হন এবং কালিকমঙ্গলকাব্য কালীর পূজার বর্ণনা দেয়।

কালীপূজা পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান উৎসব। আঠারো শতকে পৃষ্ঠপোষকদের মাধ্যমে কালীপূজা ব্যাপক আকার ধারণ করে। আঠারো শতকে বাংলায়, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও এই পূজাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। ১৯ শতকে বাঙালিদের মধ্যে কালীভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের খ্যাতি বৃদ্ধির সাথে সাথে কালীপূজার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই সময়কালে ধনী জমিদাররা এই উৎসবকে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করে, যার ফলে আরও বৃহৎ এবং বিস্তৃত উদযাপন শুরু হয়।

কালীপূজা ভক্তদের জন্য একটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা কালীর উপর নির্ভর করে, যিনি করুণাময় বা ক্রোধী হতে পারেন, এবং তাই তাদের জীবন ভঙ্গুর।

পূজা ঃ কালীপূজা দীপাবলির রাতেই হয় । কালীপূজার সময় ভক্তরা তাদের বাড়িতে মাটির ভাস্কর্য এবং প্যান্ডেল (অস্থায়ী মন্দির বা খোলা মণ্ডপ) আকারে দেবী কালীকে সম্মান করেন । রাতে তান্ত্রিক রীতিনীতি এবং মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর পূজা করা হয়। তাঁকে লাল জবা ফুল, মিষ্টি, চাল এবং ডাল নৈবেদ্য প্রদান করা হয় । ভোর পর্যন্ত সারা রাত ধরে ধ্যান করার জন্য একজন উপাসকের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাড়ি এবং প্যান্ডেলগুলিতে ব্রাহ্মণ্য (মূলধারার হিন্দু-ধাঁচের, অ-তান্ত্রিক) ঐতিহ্য অনুসারেও আচার-অনুষ্ঠান পালন করা যেতে পারে, যেখানে কালীকে আদ্যাশক্তি কালী রূপে সাজিয়ে রাখা হয় এবং কোনও প্রাণী বলি দেওয়া হয় না। তাঁকে ভাত, ডাল এবং ফলের তৈরি খাবার এবং মিষ্টি দেওয়া হয়। তবে, তান্ত্রিক ঐতিহ্যে, কালী পূজার দিনে পশু বলি দেওয়া হয় এবং দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। কলকাতায় কালী পূজা একটি বৃহৎ শ্মশানে অনুষ্ঠিত হয় (কালী শ্মশানে বাস করেন বলে বিশ্বাস করা হয়)। দক্ষিণবঙ্গের বারাসত - মধ্যমগ্রাম , তমলুক , রানাঘাট , ব্যারাকপুর, নৈহাটি, বসিরহাট অঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি , ধূপগুড়ি , দিনহাটা , কোচবিহার অঞ্চল তাদের জাঁকজমকপূর্ণ প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা এবং প্রতিমার জন্য সুপরিচিত। এদিকে বারাসতের কালী পূজা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বৃহত্তম। কলকাতার দুর্গাপূজা প্রায়শই বারাসতের কালী পূজার সমার্থক বলা হয়। উৎসবের দিনগুলিতে এই অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ জাঁকজমকপূর্ণ প্যান্ডেলগুলি দেখার জন্য সমবেত হন । মণ্ডপগুলিতে কালীর সহধর্মিণী শিব, দুই বিখ্যাত বাঙালি কালী ভক্ত রামকৃষ্ণ এবং বামাখেপা , কালীর পৌরাণিক কাহিনী এবং তার বিভিন্ন রূপের দৃশ্য রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মহাবিদ্যার ছবি, যাকে কখনও কখনও দশ কালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মহাবিদ্যা হল কালীর নেতৃত্বে দশ তান্ত্রিক দেবীর একটি দল। মানুষ সারা রাত ধরে এই মণ্ডপগুলিতে যান । কালী পূজা হল জাদু প্রদর্শন, থিয়েটার এবং আতশবাজির সময়ও। সাম্প্রতিক রীতিতে মদ পান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে, এই দিনে কালীকে লক্ষ্মী রূপে পূজা করা হয় । মন্দিরে হাজার হাজার ভক্ত আসেন এবং দেবীকে নৈবেদ্য প্রদান করেন। কলকাতার কালীকে উৎসর্গীকৃত আরেকটি বিখ্যাত মন্দির হল দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির , যেখানে শ্রী রামকৃষ্ণ আচার-অনুষ্ঠান করেছিলেন।

অন্যান্য উদযাপন ঃ যদিও বহুল জনপ্রিয় বার্ষিক কালী পূজা উৎসব, যা দীপান্বিতা কালী পূজা নামেও পরিচিত, কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে উদযাপিত হয়, তবে অন্যান্য অমাবস্যার দিনেও কালীর পূজা করা হয়। আরও তিনটি প্রধান কালী পূজা হল রতন্তি কালী পূজা , ফলহারিণী কালী পূজা এবং কৌশিকী অমাবস্যা কালী পূজা । কৌশিকী অমাবস্যা কালী পূজা তারাপীঠের দেবী তারার সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত কারণ এটি সেই দিন হিসাবে বিবেচিত হয় যখন দেবী তারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে সাধক বামাখেপাকে আশীর্বাদ করেছিলেন । কিংবদন্তি অনুসারে, এই দিনে নরক এবং স্বর্গ উভয়ের দরজা কিছু সময়ের জন্য খোলা থাকে, অন্যদিকে রতন্তি পূজা মাঘ কৃষ্ণ চতুর্দশীতে এবং ফলহারিণী পূজা বাংলা পঞ্জিকার জ্যেষ্ঠ অমাবস্যায় পালিত হয় । সন্ত রামকৃষ্ণ এবং তাঁর স্ত্রী সারদা দেবীর জীবনে ফলহারিণী কালী পূজা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ , কারণ ১৮৭২ সালের এই দিনে রামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে ষোড়শী দেবী হিসেবে পূজা করেছিলেন । অনেক বাঙালি এবং অসমীয়া পরিবারে, প্রতিদিন কালী পূজা করা হয়।

শ্যামা সঙ্গীত ঃ সাধারণত দেবী মা কালীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সকল সঙ্গীতকে বাংলায় ' শ্যামা সঙ্গীত ' বলা হয় । এই বাংলা শ্যামা সঙ্গীতের দুই বিখ্যাত গায়ক হলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য । পান্নালাল ভট্টাচার্যের বড় ভাই প্রফুল্ল ভট্টাচার্য এবং মধ্য ভাই ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ছিলেন সন্ত শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্যের প্রথম সঙ্গীত শিক্ষক । ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য তার ভাই পান্নালালের মধ্যে ভক্তিমূলক মনোভাব খুঁজে পাওয়ার পর ভক্তিমূলক গান গাওয়া বন্ধ করে দেন। তবে, পান্নালাল ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর , তিনি তার মিষ্টি, সুরেলা কণ্ঠে অনেক ভক্তিমূলক গানের মাধ্যমে আবার বাংলা সঙ্গীতে অবদান রাখেন।

কালিকা পুরাণ, যাকে কালী পুরাণ, সতী পুরাণ বা কালিকা তন্ত্রও বলা হয়, হিন্দুধর্মের শক্তিধর্ম ঐতিহ্যের আঠারোটি ক্ষুদ্র পুরাণের (উপপুরাণ) মধ্যে একটি । ১ ২ ৩ এই গ্রন্থটি সম্ভবত ভারতের আসাম বা কোচবিহার ৪ অঞ্চলে রচিত হয়েছিল এবং ঋষি মার্কণ্ডেয়কে দায়ী করা হয় । এটির অনেক সংস্করণ রয়েছে, ৯০ থেকে ৯৩টি অধ্যায়ে বিভিন্নভাবে সংগঠিত। গ্রন্থের টিকে থাকা সংস্করণগুলি অস্বাভাবিক কারণ এগুলি হঠাৎ করে শুরু হয় এবং হিন্দুধর্মের প্রধান বা ক্ষুদ্র পুরাণ -ধারার পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না এমন একটি বিন্যাস অনুসরণ করে। দেবীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের পশু বলিদানের বিস্তারিত বিবরণ পুরাণে রয়েছে।

এই গ্রন্থটি শুরু হয় দেবীর তপস্বী জীবন থেকে গৃহস্থের জীবনে ফিরিয়ে আনার কিংবদন্তি দিয়ে, যেখানে দেবী শিবকে আবার প্রেমে পড়ার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। লুডো রোচারের মতে , মার্কণ্ডেয় বর্ণনা করেছেন যে ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু এক এবং অভিন্ন এবং সমস্ত দেবী (সতী, পার্বতী, মেনকা, কালী এবং অন্যান্য) একই নারীশক্তির প্রকাশ। এটি দেবী কামাখ্যা বা কামাক্ষীকে মহিমান্বিত করে এবং তাঁর পূজার জন্য প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা করে। এটি কামরূপ তীর্থের নদী এবং পর্বতমালার বিস্তারিত বর্ণনা করে এবং ব্রহ্মপুত্র নদী এবং কামাখ্যা মন্দিরের উল্লেখ করে ।

রুধিরধ্যায় ঃ এই গ্রন্থের ৬৭ থেকে ৭৮ অধ্যায়ে রুধিরাধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে যেখানে বালি (পশু বলি) এবং বামাচার তন্ত্রবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । রুধিরাধ্যায়ের অংশটি মানব বলিদানের অস্বাভাবিক আলোচনার জন্য উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে দেবীকে খুশি করার জন্য মানব বলিদান করা যেতে পারে, তবে যুদ্ধের আগে বা আসন্ন বিপদের ক্ষেত্রে রাজপুত্রের সম্মতিতেই। এই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে যে কেউ শারীরিকভাবে অক্ষম, ব্রাহ্মণের সাথে সম্পর্কিত, অথবা বলিদানের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক নয়, তিনি এই আচারের জন্য অযোগ্য। এই গ্রন্থে বালির সাথে সম্পর্কিত আচার, অথবা যুদ্ধের আগে শত্রুদের জন্য চালের পেস্টের বিকল্প, বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিদান কীভাবে করা হয়েছিল তা বর্ণনা করা হয়নি।

এই রচনাটি হিন্দুধর্মের দেবী-কেন্দ্রিক শাক্ত শাখার অন্তর্গত। সম্ভবত এটি মধ্যযুগীয় কামরূপে (আধুনিক আসাম) বা তার কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল। হাজরার মতে, এটি শক্তি উপাসনা সম্পর্কে নিবন্ধ লেখকদের দ্বারা রচিত একটি পরবর্তী রচনা। এটি এমন একটি বিরল হিন্দু গ্রন্থ যা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু শব্দটির উল্লেখ করে।

হাজরার মতে, বিদ্যমান লেখার চেয়েও প্রাচীন একটি লেখা ছিল এবং সেই লেখার উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলা । শাস্ত্রী এই কথা অস্বীকার করেছেন, যিনি দাবি করেছেন যে হাজরা যে প্রমাণগুলি পূর্ববর্তী লেখার জন্য দিয়েছিলেন তা অন্য কোনও উপায়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কোনও পুরনো লেখার উল্লেখ না করে। শাস্ত্রীর মতে, স্থানীয় বর্ণনা কামরূপের সমস্ত রাজবংশ যে নরকের কাছ থেকে তাদের বংশধর ছিল তার পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাখ্যা ব্রহ্মপুত্র নদীর পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা এবং কামরূপ বারাণসীর চেয়েও পবিত্র ছিল এই দাবি ইঙ্গিত করে যে লেখাটি কামরূপে রচিত হয়েছিল।

কালিদাস এবং মঘের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে এটি প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে একটি নয়। কামরূপ অঞ্চলের রত্ন পাল (৯২০-৯৬০) এর সাথে সম্পর্কিত স্থান এবং ঘটনার উল্লেখ থেকে লেখাটি ১০ শতকের পরে লেখাটিকে নির্দেশ করে। ম্লেচ্ছ জনগোষ্ঠীর জন্য লেখার ব্যাখ্যা এবং হরজারবর্মণের (৮১৫-৮৩২) হিউন্থাল তাম্রলিপিতে সমান্তরাল ব্যাখ্যার ইঙ্গিত লেখাটিকে তার রাজত্বের কাছাকাছি বলে মনে করে। রোচারের মতে, কামরূপের রাজা ধর্মপালের উল্লেখ কালিকা পুরাণকে ১১ তম বা ১২ তম শতাব্দীর লেখা বলে প্রস্তাব করেছে। তবে, লেখার বিভিন্ন অংশের অনুমান ৭ তম থেকে ১২ তম শতাব্দীর মধ্যে।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র একাধিক। শ্রুতি হচ্ছে দুপ্রকার বেদ এবং তন্ত্র। এর পাশাপাশি রয়েছে বেদাঙ্গ, উপবেদ, ষড়-দর্শন। রয়েছে ইতিহাস যা রামায়ণ এবং মহাভারত নিয়ে তৈরী। আর রয়েছে পুরাণ। পাঁচটি লক্ষণ থাকলে সেই শাস্ত্রকে পুরাণ বলা হয়। এই পঞ্চলক্ষণ হল সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশানুচরিত (মৎস পুরাণ ৫৩.৬৪)। সর্গ মানে হচ্ছে সৃষ্টি। সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত ব্রহ্মার একদিন তাকে বলা হয় কল্প। দিনান্তে ব্রহ্মা নিদ্রিত হলে প্রলয় আসে। প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারযুগ নিয়ে তৈরী হয় একটা মহাযুগ। যুগগুলিও চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ কলির পরে আবার সত্যযুগ ফিরে আসে। এমন একহাজার মহাযুগ নিয়ে একটি কল্প। একটি কল্পকে আবার চোদ্দটি মন্বন্তরে ভাগ করা হয়। এক একটি মন্বন্তরে এক এক জন মনুর রাজত্ব চলে। বর্তমানে যে কল্প চলছে তার নাম শ্বেতবরাহ কল্প। ছয়জন মনুর রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে বর্তমান মনুর নাম বৈবস্বত মনু। একটা মন্বন্তরের শেষে শুধু মনু পরিবর্তিত হন না, তার সাথে সাথে দেবতা, ইন্দ্র, সপ্তঋষি এরা সবাই বদলে যান। এক একটি মন্বন্তরে ৭১.৪ টি মহাযুগ থাকে। বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে এখন আঠাশতম মহাযুগ চলছে। প্রতিটি মহাযুগে এক এক জন ব্যাস বেদকে সংগ্রহ করে শ্রেণীবিভাগ করেন। বর্তমান, অর্থাৎ আঠাশতম ব্যাসের নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। সংক্ষেপে এই হল মন্বন্তর। এবারে বংশ আর বংশানুচরিত সম্বন্ধে অল্প ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। ভারতের প্রাচীন দুই রাজবংশ হল সূর্য ও চন্দ্র বংশ। সূর্য বংশের বিখ্যাত রাজা হলেন রামচন্দ্র এবং চন্দ্র বংশে কৌরব ও পাণ্ডবরা জন্মেছিলেন। এই দুই রাজবংশের বংশতালিকা এবং রাজাদের কীর্তি বিবৃত হয় বংশানুচরিতে। আর, দেবতা ও ঋষিদের বংশ পরম্পরার বিবরণ রয়েছে বংশে। আবার একটি সৃষ্টির মধ্যে ছোট ছোট গৌণ সৃষ্টি ও ধ্বংসের চক্র চলে এগুলিকে বলে প্রতিসর্গ। এই হল পঞ্চলক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সব পুরাণেই কম-বেশী এই বিষয়গুলির বিবরণ থাকে। এছাড়াও অন্যান্য নানা বিষয় পুরাণে থাকে। মোট আঠারোটি মহাপুরাণ এবং আঠারোটি উপপুরাণ রয়েছে।

কালিকা পুরাণ হল একটি উপপুরাণ। শ্রীমদদেবীভাগবত পুরাণে (১.৩.১২-১৬) এবং কূর্ম্ম পুরাণে (১.১.১৬-২০) যে আঠারোটি উপপুরাণের তালিকা দেওয়া আছে সেই দুই তালিকাতেই কালিকা পুরাণের নাম রয়েছে। সূতরাং সংশয়াতীত ভাবেই কালিকা পুরাণ একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে কালিকা পুরাণ অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ হিন্দুধর্মের যে শাক্ত শাখা রয়েছে সেই শাখার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুরাণ হচ্ছে এই কালিকা পুরাণ। আর এই বাংলা হচ্ছে শাক্তভূমি। তাই আমরা যারা শাক্ত অর্থাৎ যারা মাতৃশক্তির আরাধনা করি তাদের কাছে এই পুরাণ যে অত্যন্ত আদরনীয় হবে সেটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ বাঙালীদের জাতীয় উৎসব দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো বঙ্গদেশে মূলতঃ কালিকা পুরাণ অনুসারেই করা হয়। দেবী দুর্গার যে ধ্যানমন্ত্র, যা অনুসারে দেবীমূর্ত্তি নির্মাণ করা হয়ে থাকে, সেই মন্ত্রটিও কালিকা পুরাণের অন্তর্গত (৫৯.১১-২২)। তৃতীয় কারণটিও দুর্গাপুজো সংক্রান্তই। এই যে শরৎকালে দেবীর অকালবোধন হয় সেই কাহিনীর উল্লেখও এই কালিকা পুরাণেই পাওয়া যায়। স্বয়ং ব্রহ্মা রামচন্দ্রের বিজয়কামনায় মহামায়ার নিদ্রাভঙ্গ করে তার পূজা করেছিলেন রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় (৬০.২৫-৩৩)।